ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 August 2021 ■ আগরতলা ২২আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ৫ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিনভর নাটক, সকালে ইস্তফা দিয়ে বিকেলে প্রত্যাহার পিসিসি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। কংগ্রেস হাই কমান্ডের অনুরোধে ইস্তফা প্রত্যাহার করলেন প্রদেশ কংগ্রেস অস্থায়ী সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় দলের অন্দরে কোনা সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই, ব্যর্থতা স্বীকার করে প্রদেশ সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়েছিলাম। কিন্তু, স্থানীয় সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে হাই কমান্ডের তরফে ইস্তফা প্রত্যাহারের অনুরোধে আমি সম্মতি জানিয়েছি।

আজ সকালে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী পিযুষ কান্তি বিশ্বাস। সাথে তিনি রাজনীতি থেকেও সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে, অসমের পর ত্রিপুরায় বড়সড় ধাক্কা লেগেছিল কংগ্রেসের গায়ে।

ইস্তফা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ছাত্র জীবন থেকেই কংগ্রেসের সাথে যুক্ত রয়েছি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক পদ সামলেছি। এনএসইউআই সহ-সভাপতি পদেও দায়িত্ব পালন করেছি। এখন কংগ্রেস দল ছেড়ে দেওয়া এবং রাজনীতি থেকে অবসর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবুও, এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বলেছিলেন তিনি।

পিযুষ বাবু জানিয়েছিলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পদে পদত্যাগ পত্র ইতিমধ্যে সোনিয়া গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন পুণরায় কর্মজীবনে ফিরে যেতে চাইছি। তাঁর দাবি, আইনজীবী হিসেবে প্রচুর সুনাম ও সম্মান অর্জন করেছি। তাই, পুণরায় পেশায় মনোনিবেশ করতে যাচ্ছি।

পিযুষ কান্তি বিশ্বাসের ইস্তফার খবরে দেশ জুড়ে শোরগোল পরে যায়। ত্রিপুরায় এআইসিসির নব নিযুক্ত প্রভারী ডা. অজয় কুমার এ-বিষয়ে পিযুষ বাবুর সাথে আলোচনা করেন এবং ইস্তফা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। তিনি এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আজ ত্রিপুরা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস দলের নতুন প্রভারীর আশ্বাসে ইস্তফা প্রত্যাহার করেছেন। ডা. অজয় কুমার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে এবং সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হবে। তিনি আগামী ২৯ আগস্ট ত্রিপুরা সফরে এসে পিযুষ বাবুর সাথে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন।

এদিন পিযুষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘ বছরের সম্পর্ক থেকে হাই কমান্ডের অনুরোধ ফিরিয়ে দিতে পারিনি। সোনিয়া গান্ধী এবং প্রভারী ডা. অজয় কুমারের আশ্বাসে আপাতত ইস্তফা ফিরিয়ে নিচ্ছি। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় দলের অন্দরে কোন সহযোগিতা ছিল না। তাতে, সংগঠন পরিচালনা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছিল। তাই, স্থানীয় সমস্যা নিয়ে হাই কমান্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। হাই কমান্ড সমস্ত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পেয়ে ইস্তফা ফিরিয়ে নিয়েছি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক কর্মচারীর প্রতারণার শিকার আমানতকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চূড়াইবাড়ি, ২১ আগস্ট।। ব্যাঙ্ক কর্মচারী দ্বারা কোটি টাকার উপর একাধিক ব্যাঙ্ক গ্রাহক প্রতারিত। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। অবশ্য অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। বর্তমানে অভিযুক্ত বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। গ্রাহকদের যাবতীয় টাকা ফিরিয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে।

ধর্মনগর স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার শাখায় কর্মরত ১ কর্মচারী দ্বারা একাধিক ব্যাংক গ্রাহক প্রতারণার শিকার। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,ধর্মনগর স্টেট ব্যাংক শাখায় রাজস্থানের বাসিন্দা মনোজ কুমার মিনা নামে এক ব্যাংক কর্মচারী ছিল। সে ধর্মনগর শাখার কর্মরত অবস্থায় গ্রাহকরা ব্যাংকে মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চোর সন্দেহে যুবককে আটক ঘিরে উত্তেজনা বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া আমজাদ নগরে চোর সন্দেহে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। যুবকের নাম নয়ন বসু। বিলোনিয়া থানাধীন আমজাদ নগর এলাকায় চোর সন্দেহে এক যুবককে আটক করে বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে বিলোনিয়া থানাতে রয়েছে নয়ন বসু নামে ওই যুবক। নয়ন বসুর দাবি সিপিআইএম করার অপরাধে তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। এছাড়া নয়নের অভিযোগ, শাসক দলের নেতারা নাকি নয়নকে চোরের অপবাদ দিয়ে মারধর করে, হাতে সুঁই ফুটিয়ে, চুরির স্বীকার উক্তি নেওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে এগারটি বাড়িতে দুস্কৃতিদের হামলা ও ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। মোহনপুরে প্রথিতযশা চিকিৎসক বিকাশ রায়ের বাড়ি সহ ১১ টি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। একটি ওষুধের দোকানে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে তারা শুক্রবার রাতের আধারে শাসক দলের কতিপয় দুষ্কৃতী রাজ্যের প্রথিতযশা চিকিৎসক বিকাশ রায়ের মোহনপুরস্থিত বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। ডাক্তার বিকাশ রায়ের ছোট ভাই এবং তার স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। এলাকার মোট ১১ টি বাড়িতে এ ধরনের হামলা ভাঙচুর চালানো হয়।

ডাক্তার বিকাশ রায়ের ছোট ভাইয়ের একটি ওষুধের দোকান রয়েছে মোহনপুর বাজারে। দুস্কৃতিকারীরা ওষুধের দোকানের তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের বর্ষীয়ান নেতা সুবল ভৌমিক। বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন ডাক্তার বিকাশ রায় একজন সম্মানিত ব্যক্তি।

শুধু মোহনপুরবাসী নন রাজ্যবাসী তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। বিকাশ রায়ের বাড়িতে এ ধরনের হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। তিনি জানান ডাক্তার বিকাশ রায়ের ছোট ভাইয়ের ছেলে সবেমাত্র কলেজ পাশ করে বেরিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটো চালকদের বচসার জেরে কদমতলায় যাত্রী দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চূড়াইবাড়ি, ২১ আগস্ট।। ধর্মনগর ও কদমতলা স্ট্যান্ডের অটো চালকদের বচসার জেরে ভোগান্তির শিকার যাত্রীসাধারণ। শনিবার সকাল থেকে ধর্মনগর স্ট্যান্ড থেকে কদমতলার দিকে কোনো অটো চলাচল করেনি। ধর্মনগর নয়াপাড়া অটো স্ট্যান্ডে অটো চলাচলের সিরিয়াল নিয়ে বচসা অটো চালকদের মধ্যে। কদমতলার এক অটো চালককে গ্রিল বন্ধী করে মারধরের চেষ্টা ধর্মনগর বিএমএস সেক্রেটারির।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ শুক্রবার বিকেল তিনটায় কদমতলার অটোচালক পিন্টু পাল ও বকবকির অটোচালক বিমান দাসের মধ্যে সিরিয়াল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। পরে বিমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বে হামলা চালাতে পারে চিন, সতর্ক ভারতীয় সেনা

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.)।। বর্তমান পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের দিকে নজর রয়েছে গোটা বিশ্বের। এই সুযোগে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় ফের আগ্রাসী মনোভাব নিতে পারে চিন। এ কথা মাথায় রেখে আগেভাগেই সতর্ক হচ্ছে ভারতীয় সেনা। পূর্ব সিকিমের ভারতীয় সেনাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত বছরই পূর্ব লাদাখ সীমান্তে বারবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে ভারত-চিন সেনা। বীরত্বের সঙ্গে চিনের আগ্রাসন প্রতিহত করেছে ভারতীয় সেনা। তার পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে ভারতীয় সেনা। কিন্তু গত কয়েকদিনে পরিস্থিতি বদলেছে। তালিবান আফগানিস্তান দখল নিতেই উচ্ছ্বসিত অন্যান্য জঙ্গিগোষ্ঠীরা। দলে-দলে জইশ, লস্কর, আইসিস জঙ্গিরা ঠাঁই নিচ্ছে আফগানভূমে। তাদের নজরে কাশ্মীর। স্বাভাবিকভাবেই সে কথা মাথায় রেখে কাশ্মীর এলাকায় সেনা মোতায়েন বাড়বে। আর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে চিন, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই পরিস্থিতি এড়াতে মরিয়া ভারতীয় সেনা।

তাই উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সেনাকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারনা, চিনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বরাবরই সরব আমেরিকা। এই ইস্যুতে ভারতের পাশে থেকেছে রাশিয়াও। কিন্তু আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে আপাতত আমেরিকা-রাশিয়া উভয়ই ব্যস্ত। তালিবানদের মদত দিয়ে তুলনামূলক সুবিধাজনক স্থানে চিন। ফলে এই সময় তারা ভারতকে যে ব্যতিব্যস্ত করার চেষ্টা চালাবে তা বলাই বাহুল্য। তাই আগেভোগেই সেই পরিস্থিতি এড়াতে তৈরি থাকছে ভারত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কথায়, "যে কোনও পরিস্থিতিতে যে কোনও আবহাওয়ায় ভারতীয় ভূখণ্ডকে রক্ষা করতে প্রস্তুত আমরা।"

মারুতী গাড়ি সহ বেআইনী কাঠ বাজেয়াপ্ত তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,তেলিয়ামুড়া, ২১ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে একটি মারুতি গাড়ি সহ প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান অবৈধ চেরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছে। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীন আঠারো মুড়া পাহাড়ের ৩৯ মাইল এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় একটি মারুতি গাড়ি আঠারো মুড়া পাহাড়ের ৪৭মাইল এলাকার গভীর বনাঞ্চলে প্রবেশ করে রাতের অন্ধকারে অবৈধ চেরাই সেগুন কাঠ গাড়িতে লোডিং করার জন্য। এই খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা শুক্রবার রাতে আঠারো মুড়া পাহাড়ের ঘন বনাঞ্চলের ৪১ মাইল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একটি সামাজিক সংস্থার মহিলা কর্মীরা শনিবার আখাউড়া সীমান্তে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানদের হাতে রাখী পরিয়ে দিয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

কাজের দাবিতে মছিল বামপন্থী যুব সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। কাজের দাবি নিয়ে আজ মিছিলে হাঁটলেন বামপন্থী যুবরা। কাজের ব্যবস্থা না হলে ১৮ মাস পর বর্তমান সরকারকে টেনে হিচড়ে গদি থেকে নামানো হবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় বেকারদের হাহাকার শুরু হয়েছে। কাজ কোথায় এই প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে।

আজ আগরতলায় প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-র মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। মিছিল শুরু হওয়ার আগে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, আমাদের কাজ কোথায় তার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত এখন থেকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন হবে। তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট জমানায় ত্রিপুরায় প্রতিদিন গড়ে ১১ জনের চাকুরী হয়েছে। অথচ, এখন সরকারী চাকুরীর দরজা প্রায় বন্ধ। তিনি বলেন, গ্রুপ-সি এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনার দৈনিক সংক্রমণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, টানা দুই দিন মৃত্যুহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ টানা দুই দিন ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাথে, গত ২৪ ঘন্টাও ত্রিপুরা ছিল করোনায় মৃত্যুহীন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১১৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, ১৪৫ জন সুস্থ হয়েছেন। তবে সংক্রমণের হার ফের দাড়িয়েছে ১.৭৯ শতাংশে। তাতে বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাড়িয়েছে ১১৪০ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৯৯১ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৫৪৩৮ জনকে নিয়ে মোট ৬৪২৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১০৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১১৫ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার দাড়িয়েছে ১.৭৯ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই সরকারের প্রাথমিকতা ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় উন্নতমানের ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পরিষেবাকে নির্ভরযোগ্য করে তোলাই রাজ্য সরকারের প্রাথমিকতা। আজ কুমারঘাট ও ধর্মনগরে বিদ্যুতের সাব স্টেশন উদ্বোধন করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুত মন্ত্রী জিষ্ণু দেব্বর্মা।

এদিন কুমারঘাট বিদ্যুৎ সাবডিভিশন কমপ্লেক্সে আজ ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার সাব স্টেশনের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, মানুষের কাছে নিরবিচ্ছিন্ন উচ্চমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ভোল্টেজের সমস্যা এড়ানোর লক্ষ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। সুসংহত বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পে সাব স্টেশনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৭.০৯ কোটি টাকা। সাব স্টেশানটি নির্মাণের ফলে কুমারঘাট পুর এলাকা সহ আশপাশের কয়েকটি গ্রামের বিদ্যুৎ ভোক্তা উপকৃত হবেন বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর কথায়, করোনার উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে লকডাউন, করোনা কার্ফুর মধ্যেও আড়াই বছরের মধ্যে সাব স্টেশনটির নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য নির্মাণ সংস্থা সহ তার সাথে যুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি বলেন, শহরের সাথে গ্রামেও মানুষের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। এটা উন্নয়নেরই লক্ষণ। মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে আমাদের সরকার উন্নতমানের ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে গুরুত্ব দিয়েছে।

তাঁর দাবি, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সৌভাগ্য যোজনায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে রাজ্যে ৯টি বিদ্যুৎ সাব স্টেশন উদ্বোধন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৩৪টি সাব স্টেশনের উদ্বোধন করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিদ্যুৎ পরিষেবায় স্মার্ট কল সেন্টার করা হয়েছে। নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসা হয়েছে, মানুষের অভিযোগগুলো দ্রুত সুরাহা করতে দিনরাত কাজ করছে বিদ্যুৎ নিগম। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মা বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এক পয়সাও বিদ্যুৎ মাসুল বাড়ানো হয়নি। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসা থেকেই রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যুৎ উন্নয়নে নতুন সরকার কাজ করছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিকে, আজ ধর্মনগর শহরের পাওয়ার হাউসে ৩৩ কেভি পাওয়ার সাবস্টেশনের উদ্বোধন করে উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুত মন্ত্রী বলেন, সকলের জন্যই বিদ্যুৎ অতি অত্যাবশ্যকীয়। বিদ্যুৎ পরিষেবাকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবাকে গুণমান সম্পন্ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিন এই সাবস্টেশনে দু'টি আট এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার ট্রান্সফরমার চালু করেন তিনি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে মজবুত করার লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চালু করা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাব স্টেশন, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফরমার। তিনি বলেন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করার জন্য এডিবি থেকে অর্থ নেওয়া হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিদ্যুতের পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজগুলিও দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ণ করা হচ্ছে বর্তমানে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩০২▫ ২২ আগস্ট ২০২১ ইং▫ ৫ ভাদ্র ▫ রবিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

পবিত্র উৎসব রাখি বন্ধন

ভাই ও বোনের ভালবাসার সম্পর্কের প্রতীক হইল রাখী বন্ধন উৎসব। প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালিত হয়। রাখী কথাটি মূলত আসিয়াছে "রক্ষা" থেকে। সেইজন্য হিন্দি ভাষায় একে রক্ষাবন্ধন বলা হয়। এই বছর রাখী বন্ধন উৎসবটি পালিত হবে ২২ অগস্ট, রবিবার। দিদি বা বোন এই দিন ভাই বা দাদার হাতে একটি পবিত্র সুতো বা ধাগা বাঁধিয়া দেয়। এই রাখী বন্ধন উৎসবটি ভাই বা দাদার প্রতি দিদি বা বোনের ভালবাসা ও ভাইয়ের মঙ্গলকামনা এবং দিদি বা বোনকে আজীবন রক্ষা করিবার ভাই বা দাদার শপথের প্রতীক।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন গড়িয়া তুলিবার জন্য পরস্পরের হাতে রাখী পরাইয়া দেওয়ার রেওয়াজ চালু করিয়াছিলেন।

রাখি বন্ধন মানে রঙ বেরঙের সুতোর সমাহার।রাখি বন্ধন মানে ভাই বোনের ভালোবাসার অঙ্গীকার।ভাই বোনের সম্পর্ক চাঁদের আলোর মতো মধুর, যতই হোক ঝগড়া লড়াই সম্পর্ক থাকে অটুট।জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার বোন হোক সফল। সর্বদা আনন্দ ঘিরে থাকুক তোর চারিদিকে। রাখির বন্ধন নয় শুধু উপহারের বিনিময়, রাখি বন্ধন একসূত্রে বাঁধে ভালোবাসার হৃদয়।

রাখির এই সুতো আরও মজবুত করে তুলবে ভাই-বোনের ভালবাসার বন্ধন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখী বন্ধন উৎসব পালন করিয়াছিলেন। তিনি কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম ভাই ও বোনকে আহ্বান করিয়াছিলেন একতার প্রতীক হিসাবে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করিবার জন্য।

সেই সময় দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে ছিল। ১০০ বছরেরও বেশি সময় আগে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা আনিবার জন্য রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হইয়াছিল।

উনিশ শতকে আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম পর্যায়ে ছিল যাহা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে অপরিমিত ভয়ের কারণ। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় তাহারা বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করিবে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ সহ গোটা ভারতের বিভিন্ন নেতা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন।১৯০৫ সালের জুন মাসে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গভঙ্গ জন্য আইন পাশ করা হয়। এই আইন কার্যকরী হয় ১৬ ই অক্টোবর, ১৯০৫।

শ্রাবণ মাসে হিন্দু ভাইবোনদের মধ্যে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তোলা এবং ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য সবাইকে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করিবারর জন্য আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথ এই দিনটির উদ্দেশে একটি গান লিখিয়াছিলেন। পেছন ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যাইবে মহাভারতের মূল উপজীব্য বিষয় হইল কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি। তবে এই আখ্যানভাগের বাইরেও দর্শন ও ভক্তির অধিকাংশ উপাদানই এই মহাকাব্যে সংযোজিত হইয়াছে। উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করিতে ভাই বোন অভিষেকেই আন্তরিক মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হইতে হইবে।

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই, রাশিয়ায় ৭৯৭ বেড়ে করোনায় মৃত্যু ১.৭৫-লক্ষাধিক

মস্কো, ২১ আগস্ট (হি.স.): রাশিয়ায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, তবে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) রাশিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৭৯৭ জনের, এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ১,৭৫,২৮২ জন।

মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়েছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২১,০০০ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬, ৭২৬,৫২৩। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৬,০০৪,০৫২ জন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও শক্তিশালী : জে পি নাড্ডা

রাইওয়ালা (উত্তরাখণ্ড), ২১ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ভারতীয় নাগরিকদের আশ্বস্ত করে জানিয়ে দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। নাড্ডার কথায়, মোদীজির নেতৃত্বে দেশ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, শক্তিশালী ও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। নতুন অস্ত্র ক্রয়ের জন্য ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন নাড্ডা। নাড্ডা আরও বলেছেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি হিমাচল প্রদেশে ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় ৯.৯ কিলোমিটার লম্বা বিশ্বের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিলেন। শনিবার উত্তরাখণ্ডের রাইওয়ালাতে সৈনিক সম্মান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন নাড্ডা। নাড্ডা বলেছেন, উত্তরাখণ্ড দেবভূমি ও বীরভূমি। প্রতিটি পরিবার থেকে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণকারীদের এই ভূমিতেই দেখা যায়। নাড্ডা আরও বলেছেন, মোদীজির নেতৃত্বে দেশ সুরক্ষিত, শক্তিশালী ও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।...প্রধানমন্ত্রী মোদীজির আগমনের পর ভারতীয় প্রতিরক্ষা আধুনিকায়নের কাজ শুরু হয়েছে। ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান আমাদের বহরে যুক্ত হয়েছে। ২৮টি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার, ১৫টি চিনুক চপার ও ১৪৫টি আল্ট্রা লাইট হুইটজারও ভারতের সুরক্ষা বহরে যুক্ত হয়েছে।

আখচাষিদের আন্দোলনে রেল পরিষেবা বিঘ্ন, জলন্ধরে অবরুদ্ধ হাইওয়ে

জলন্ধর, ২১ আগস্ট (হি.স.): পরপর দু''দিন, আখচাষিদের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের জেরে শনিবারও বিঘ্নিত হল রেল পরিষেবা। পঞ্জাবের জলন্ধরে হাইওয়ে অবরুদ্ধ করেও ক্ষোভ প্রদর্শন করেন আখচাষিরা। রেল সূত্রের খবর, ফিরোজপুর ডিভিশনে ৫০টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে ও ৫৪টি ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা গন্তব্য কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার জলন্ধরে রেললাইনে বসে পড়েন আখচাষিরা, অবরুদ্ধ করেন হাইওয়ে। রাজ্য সরকারের কাছে বকেয়া পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন আখচাষিরা। পাশাপাশি আখের দাম বৃদ্ধিরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।জলন্ধরে রেললাইনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় কৃষক নেতা এম এস রাই জানিয়েছেন, 'সরকার যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে, তাহলে আমরা পঞ্জাব বনধের ডাক দেব। তবে, রাখির জন্য রবিবার বনধ না ঘোষণার চেষ্টা করব আমরা।' এদিন আখচাষিরা জলন্ধর জেলার ধানোওয়ালি গ্রামের কাছে জাতীয় সড়কে (জলন্ধর-ফাগওয়ারা স্ট্রেচ) অবরোধ করেন। অবরোধের জেরে জলন্ধর, অমৃতসর পাঠানকোটগামী যানবাহন আটকে পড়ে। জলন্ধর-চাহেরু সেকশনে বসে থাকা কৃষকরা লুধিয়ানা-অমৃতসর ও লুধিয়ানা-জম্মু রেলপথ অবরোধ করে রাখেন, যার ফলে অমৃতসর-নতুন দিল্লি এবং অমৃতসর-নতুন দিল্লি শানে-ই-পঞ্জাব-সহ বেশ কয়েকটি ট্রেন প্রভাবিত হয়েছে।

তালিবানি আফগানিস্তান এবং ভারত

প্রবীর মজুমদার

বিদেশি সেনারা আফগানিস্তান ছাড়ার পর এক বছরের মাথায় রাজধানি কাবুল তালিবানদের বিশেষজ্ঞের আশঙ্কা অনেকেই আমল দেননি। কিন্তু বাস্তবে যেটা ঘটল, তা সব ভবিষ্যতবাণীকেই উলট-পালট করে দিল। কট্টর ইসলামপন্থীরা যে শক্তি দেখালো, তাতে আফগান সরকার তাদের কাছে নতিস্বীকার করল বিদেশি সেনারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেবার আগেই।

কয়েক সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া এখন প্রায় সম্পূর্ণ। যাঁরা মার্কিনীদের নেতৃত্বে গত ২০ বছর ধরে সে দেশে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্য কাজ করেছেন তারা সবাই একটি বড় ধাক্কার সম্মথীন হতে চলেছেন। এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার ন্যাটো মিত্রা নয়, ভারতও রয়েছে।

কৌশলগত পরিবেশ ১৯৯০ বা ২০০১ সালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, রাশিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় শক্তিগুলোর কাছ থেকে তালিবানদের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তালিবানরা যেভাবে কয়েকদিনের মধ্যে আফগানিস্তান দখল করেছে তাতে আসন্ন গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা সীমিত। আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি এবং শীর্ষ কর্মকর্তারা ১৫ আগস্ট দেশ ছেড়ে পালানোর পর কাবুলও তালিবানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে।

এর মাধ্যমে পুরো আফগানিস্তান এবং দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা জুড়ে তালিবানদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হয়েছে। দেশ বর্তমানে এক বিরাট ধবংসাত্মক পরিণতি এড়াতে পেরেছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভারত আফগানিস্তানে অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল অবস্থানে থাকবে। সেটা চলতে পারে আগামী বেশ কয়েক বছর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাছাকাছি যাবার জন্য এবং ভারতের নিজস্ব ভারতকে এই খেসারত দিতে হবে।

আফগানিস্তানের নতুন নিরাপত্তা অর্থনৈতিক গঠনতন্ত্রগত ২০ বছরের থেকে ভিন্নরূপ ধারণ করতে চলেছে। নতুন প্রভাবশালী চিন, পাকিস্তান, রাশিয়া এবং ইরানের যেমন যথেষ্ট কারণ থাকবে, তেমনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চলে প্রভাব যথেষ্ট কমবে। চিন এবং পাকিস্তানও ভারতের প্রভাব কমাবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। তালিবানদের কূটনৈতিক সাফল্য পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের প্রশংশায় ভাসছে। কি এমন যাদুবলে ২০ বছরের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী থেকে তালিবানরা ঝানু রাজনৈতিক শক্তি হয়ে গেল। আফগানিস্তানের ভাগ্যে আসলে কি ঘটতে চলেছে?

গত ১০ বছরে ভারত যেভাবে আফগান সংঘর্ষে নিজেদের অবস্থান নিয়েছিল, তা কোনোভাবেই ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারত না। ২০১৪ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেও, ভারত আশা করেছিল যে অচলাবস্থা আরও কয়েক বছর অব্যাহত থাকবে। এমনকি যখন আমেরিকা সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশ তালিবানকে তাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে রাজনৈতিকভাবে বৈধতা দেয়, তখনও ভারতীয়ছ নীতিনির্ধারকরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

আফগানিস্তানে ঘোষিত মূল ভারতীয় স্বার্থগুলোর মধ্যে একটি হল আঞ্চলিক সংযোগের জন্য এর গুরুত্ব। ইউএসনিউ সিল্ক রোড স্ট্র্যাটেজির পুরো ধারণা ছিল মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়াতে আফগানিস্তানের মাধ্যমে বাণিজ্য, ট্রানসিট এবং জ্বালানি রুটি দিয়ে সংযুক্ত করা। ভারতীয় দিক থেকে ইরানের চাবাহার বন্দরে এবং আফগানিস্তানের জারঞ্জ দেলারাম রোডে বিনিয়োগ এই কৌশলের অংশ ছিল।

আঞ্চলিক যোগাযোগের জন্য আফগানিস্তান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু এখন ফোকাশ চিনের বেল্ট জ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) এবং পাকিস্তানের গোয়াদার বন্দরের দিকে পরিবর্তিত হতে পারে। এমনকি গনি সরকারের অধীনে, কাবুল সরাসরি বা চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের (সিপিইসি) মাধ্যমে বিআরআই-এর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে আগ্রহী ছিল। যেহেতু মধ্য এশিয়রা ইতিমধ্যেই বিআরআই-এর অংশ, তারা এই উন্নয়নগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। জো বাইডেনের Anerica is back পররাষ্ট্রনীতির প্রতিশ্রুতির তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটেছে। চিনের করার আকাঙা করতে পারে, তবে দক্ষিণ- মধ্য এশিয়ায় চিন-পাকিস্তান-তালিবান ত্রয়ীর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। যেহেতু এই মুহূর্তে ভারত মতো অবস্থানে নেই, তাই সময় এসেছে ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার এবং নতুন সুযোগের জন্য অপেক্ষা করার। এছাড়া ভারতের পক্ষে এই মুহূর্তে অন্য কোনও বিকল্প নেই। এমনকি পাকিস্তানি প্রভাবের অধীনে থাকা তালিবানি সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হতে পারে যা অর্থনৈতিক সুযোগের জন্য প্রয়োজনীয়।

এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অংশীদাররা তাদের বড় পররাষ্ট্রনীতি ব্যর্থতার পরিণতির মুখোমুখি হবে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং সহায়তা পেতে তালিবানরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা অফিসে নারীদের উপস্থিতির অনুমতি দিতে পারে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। ভারতকেও পাকিস্তানের আফগানিস্তান সাফল্যকে আপাতত মেনে নিতে হবে এবং এর ফলে ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তার উপর প্রভাবের জন্যও নয়াদিল্লিকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সাগিনা—চুয়াল্লিশ থেকে (বিষ) একুশ

লিপি চক্রবর্তী

উত্তররবঙ্গের শুকনা বস্তির পাহাড়ি রেলের মজদুর। সারাদিন কাজ, সন্ধে হতেই মদ্যপান করে জীবনভর জমানো দুঃখের বাপি খুলে বসা। সহজ সহর সিধা জীবন বোঝা মানুষগুলোর জন্য আছে সাগিনা। সাগিনা মাহাতো। প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবে, রাগ হলে মেরে সিধে করবে- শালা কুত্তাকে বাচ্চা, বলে সাগিনা লোকটার ঘাড় ধরে শুন্যে তুলে ফেলল। মনে হল একটা বাঘের থাবায় নেংটি ইদুর ঝুলছে। আর একটা থাবা দিয়ে সাগিনা তার গালে মারলে চড়। লোকটার কশ বেয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে পড়ল। তারপর দিল। জটলার দিকে তাকিয়ে খ্যাপা গেরিলার মতো হুস্কার ছাড়ল "ভাগো সব শালা'। মুহূর্তের মধ্যে তামাশা মাটি। জায়গা ফাকা হয়ে গেল। এটাও সাগিনার আর একটি উরি নি নি রিও ওঠা। বিশালদেহী দৈত্যাকার সাগনার এই গল্প ১৯৪৪ সালের পটভূমিকায় এক কনকনে শীতল দিনে শুরু হয়েছিল। পরাধীন ভারতের শাসকরা পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ি রেলের মজদুরদের বিভিন্নভাবে শোষণ করত। তাদের বউ বিটি ভুলের উম অপমান করত। রাগে অন্ধ হয়েও মজুররা কাজ চলে যাওয়ার ভয়ে চুপ থাকত। অভাব আর পেটের দায় যে বড় দায়। গুরুং ভরপেট মদ গিলে বলেই ফেলল তাদের অসহায়তার কথা- "তো কী করব, শালে লোক গোরা আছে। রিপোর্ট করবে তো নোকরি থেকে ফৌরণ বরখাস্ত। তো কী করব। আচ্ছা বাবা লাথ মারো, লে যাও বিবি, বেটি, বহিন। নোকরি খেও না। লিডার ছিল না তাদের অর্থাৎ মজদুরদের। তাই সাগিনাকে পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। চাকা বন্ধ করতে বললে করবে। সাগিনার পথ তাদের পথ। ওদিকে মিষ্টির গন্ধে গন্ধে মাছির মতো পৌঁছে গিয়েছিল পার্টি। সাগিনাকে ঢাল করে ইউনিয়ন গড়তে কলকাতা থেকে কমরেড পৌঁছে গিয়েছিল পাহাড়ি মজুমগদের বস্তিতে। আগে যা ছিল 'সাগিনার গ্যাং', সেটাই হয়ে উঠল ইউনিয়ন।

নামগিল নামের এক মজুরের বিবির সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছিল এক সাহেব। যথারীতি পার্টির নেতা কাজিমন উপরওয়ালাকে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানাতে চাইলে সাগিনার সাফ জবার আসে 'ইয়ার, লড়াই কাগজ কালিতে হয় না। কাল কাম বন্ধ হবে তো জানরল ম্যানেজার নিজে আমাদের বাপও বলবে, ফয়সালাও হবে। তা এ হেন সাগিনাকে সামনে নিয়ে ইউনিয়ন তৈরি তো হবেই। যার কথায় মজদুর ওঠে বসে, যার এক ডাকে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় যে আড়াল থেকে বসে মজদুরদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে তো পার্টির কাণ্ডারী হবেই।

কিন্তু হ্যাঁ, এখানেই কিন্তু-র শুরু। সগিনা তার মজদুরের সুখ দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু পার্টি ব্যস্ত রয়েছে তার আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে, দুনিয়ার মজদুরদের স্বার্থ রক্ষার্থে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে পার্টি। সেখানে সাগিনার সার্থীদের ক্ষুৎপিপাসা মিটল কিনা, এই সামান্য স্বার্থপরতা নিয়ে পার্টি ভাবিত হতেই পারে না। 'সাগিনা গ্যাং' নামের ইউনিয়টিকে কব্জা করতে না পারলে পার্টির আদর্শ অনুসারে মজুরদের চালানো যাবেই না। এই লেখার উদ্দেশ্য রাজনীতি নয়। এই যে সাগিনা মাহাতো এ হতে পারে এক রূপকথার চরিত্র, হতে পারে সত্যি কোনো মজদুর, হতেই পারে এক রূপক গল্পের নায়ক। কিন্তু সে দেশে দেশে কালে কালে আছে 'চোখে আঙুল দাদা' হয়ে। সাগিনাকে কি বয় পেল গোরা সাহেবরা? কে জানে তার সাংগনিক শক্তির জোরে হয়েছিল মজুদুরদের লিডার। সেই জোরেই সে হয়ে গেল গোরাদের কোম্পানির লেবার অফিসার। পার্টির সঙ্গে বৈঠক হল মালিকের। সেই সূত্রে লেবার অফিসার হয়ে কোট প্যান্ট টাই অঙ্গে চড়িয়ে মজদুরদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে গেল। মজদুররাও দিল সাহিনার নামে জয়ধ্বনি।

এমনটা কি এখনও ঘটে না? চোখ বুজে সত্যিটাকে বাবুন পাঠক। এখনও ঘটে। ঘটে বলেই আজও মজদুরদের বঞ্চনা অন্তহীন। সর্ষেণ ভিতরের ভূতটার খবর পেতে পেতেই তাদের দিনগুলো রংহীন হয়ে যায়। স্বপ্নগুলো ধূসর হয়ে যায়। এক বছরের আগে ফিরতে পারবে না। চুক্তিতে ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে যায়। আঠারো মাসের আগে জাহাজে উঠতে পারবে না চুক্তিতে আরব সাগরের মাঝে নির্জন দ্বীপে বাড়ি বানানোর শ্রমিক হিসেবে যায়। বিনিময়ের কথা না বলাই ভালো। কারণ মাঝে তো অন্তহীন দালাল সমুদ্র। তারাও নাকি মজদুর। আসি সাগিনার কথায়। তাকে কি সত্যিই কিনতে পেরেছিল কোম্পানি, নাকি চিনতে ভুল করেছিল তারই সহগীসাথীরা? ব্যারিস্টর দত্তর বোন কমরেড বিশাখা তাকে বিপথগামী করতে বড় কঠিন ভূমিকা নিয়েছিল। হাতের পুতুল করে রেখেছিল তাকে। পঙ্গু করে ফেলেছিল সাগিনার ব্যক্তিত্বকে। পার্টি সাগিনাকে কোনোদিন ট্রেড ইউনিয়ন তত্ত্ব বোঝাতে পারেনি। দলের থেকে ব্যক্তি বড় হয়ে উঠেছিল। সাগিনা মজদুরদের ত্রাতা। এটাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে হলে সাগিনাকে অন্যভাবে মোহগ্রস্ত করে রাখতে হবে। তাকে পাঠাতে হবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। সংবর্ধনা দিতে হবে। ব্যক্তি সাগিনার প্রভাব কমবে যত, তত পার্টির প্রভাব সুনিশ্চিত হবে। এই অংশটা খুব সুন্দরভাবে রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিল "ভিনটেজও থিয়েটার"। তারা হুইল চেয়ারে বসিয়ে মঞ্চে ঘুরিয়েছে। চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে চলছিল বিশাখা। প্রতিটি রাজ্যে তাকে নিয়ে ঘুরছে বিশাখা। এক কেটি রাজ্যের নাম শরীরে লিখে আলোয় এসে দাঁড়াচ্ছে একজন করে মানুষ। গঙ্গু সাগিনা পুতুল নাচের পুতুল হয়ে থেকে গিয়েছিল বিশাখার কাছে।

১৯৭০ সালে "সাগিনা মাহাতো"কে বাংলায় তপন সিংহ। তবে তিনি সেই সময়কার উত্তাল মাহাতো'' চলচ্চিত্রে বসন্তের বজ্র নিঘো" - এর আবেদন এবং পথ দুইই সংযোজন করেছিলেন। তপন সিংহের "সাগিনা মাহাতো" চলচ্চিত্রটি মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা বিদেশি চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। মজদুরদের যখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা তখন কমরেড কাজিমন স্বীকার করে যে সাগিনাকে তারাই মেরে ফেলেছে। তার আর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সব হরণ করেছে পার্টি। মনে পড়ল সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিক্তকরবী"র কথা। রাজাকেই তারা মেরে ফেলেছে। এখন আফশোস করছে "কে আমাদের পথ দেখাবে"।

সাগিনা ফিরতে চেয়েছিল তার সাথীদের কাছে। কিন্তু সে তখন গুরুং, বাহাদুরদের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। প্রচণ্ড মার খেয়েও সাগিনাই বোধহয় বলতে পারে মিজদুরদের ভালো করার নাম করে আমি কেবল মজা করে কাটিয়েছি। খালি বান্দার নাচ নেচেছি কী আফশোস। সাগিনা মাহাতো মরল কিংবা বাঁচল অথবা খুন হল, সেটা বড় কথা নয়। মজগুররা কী পেল। অর্থ, অধিকার, সম্মান বা আরও অন্য কিছু? সেই গতানুগতিকতা কি আজও চলছে না? এই সাগিনাই তো বলেছিল, ভুখা মজদুর ধৈর্য পাবে কোথায়? লেখক সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষের জন্মশতবর্ষআগতপ্রায়। তাঁর এই সাগিনা মাহাতো গল্পটি আজকের প্রেক্ষাপটেও কতটা প্রাসঙ্গিক, সেটা পাঠক হিসেবে ক্ষুদ্র প্রয়াসে চিহ্নিত করতে চেয়েছি মাত্র।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিষ্ণ উষ্ণায়নে মানব জাতির ভয়ঙ্কর বপদ এ কথা আর কবে আমরা বুঝবো !

অনুভব বেরা

৯ আগস্ট জলবায়ুর ভোলবদল ও তার পরিণতি নিয়ে রাষ্ট্রপুর্জের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃ রাষ্টপ্যানেল (IPCC 6th) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। যদিও এটি প্রথম ধাপ, পুরো রিপোর্টটি প্রকাশিত হবে ২০২২ সালের মধ্যে। তবু এই রিপোর্টটিকে বলা হচ্ছে "কোড রেড ফর হিউম্যানিটি"। হা এই অবস্থার জন্য মানুষকেই. দায়ী করা হচ্ছে এই রিপোর্টে। কি বলা হয়েছে এই রিপোর্টে একটু জেনে নিই।

IPCC ষষ্ঠ রিপোর্টকে এক কথায় বললে দাঁড়ায়- তীব্র তাপপ্রবাহ, দাবানল, খরা, অতিবৃষ্টি বন্যাপ্লাবন, সামুদ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝা বরফ গলন, সমুদ্র জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, উপকূলবতী এলাকায় ঘনঘন প্লাবিত হওয়া- এইসব ধরনর প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলোর সংখ্যা ও প্রাবল্য দিনদিন আরো ভয়ঙ্কর আকার নেবে। আর এইসব দুর্যোগ একটি অঞ্চলে আটকে না থেকে ছড়িয়ে পড়বে নানা প্রান্তে। ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়ে মানব সভ্যতার উপর চরম বিপর্যয় নেমে আসবে। বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগের তালিকায় অন্যতম নাম ভারত। এদেশে ইতিমধ্যে টের পাওয়া যাচ্ছে প্রকৃতির রোষানল। হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের হিমবাহ গলছে। ক্রমেই ছোট হচ্ছে বরফের চাদর। দেশজুড়ে চলছে একের পর এক ঘূর্ণিঝড়। কোথায় বন্যা তো কোথাও বর্ষার খামখেয়ালীপনা। একদিকে সুন্দরবন গিলে খাচ্ছে সমুদ্র আর অন্য দিকে খরা, লাগাতার তাপপ্রপাহে জর্জরিত দেশ। চলতি বছরের জুনের শেষ সপ্তাহে দিল্লির তাপমাত্রা কয়েক দিন চড়েছিল ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পিলানির তাপমাত্রা যথাক্রমে ছিল ৪৪ ও ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ডিগ্রি বেশি। গুরগীও, আম্বালা হিসার পাঞ্জাবের কোনো কোনো এলাকায় তাপমাত্রা ছিল ৪২-৪৩ ডিগ্রি। তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি পেতে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে দেশের বেশ কিছু জায়গায়। গত ফেব্রুয়ারিতে একটি হিমবা ভেঙে উত্তরাখণ্ডের ঋষিগঙ্গা সহ বেশ কিছু গ্রাম হড়পা বানে ভেসে যায়। মারা যান দু'শোরও বেশি মানুষ। অতি সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের একাধিক স্থান বন্যা ও ধসে বিপর্যস্ত। সবই বিশ্ব উষ্ণায়নের ফল বলে পরিবেশবিদদের মত। উষ্ণায়ন থাবা বসিয়েছে শীতল আবহাওয়ার দেশগুলিতেও। কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া সহ কয়েকটি অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। জুন জুলাইয়ে সেখানকার তাপমাত্রা গড় থাকে ২০ ডিগ্রি কিন্তু ওই সময় দেখা যায় ৮৯.৬ ডিগ্রি। আবহবিদের মতে বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য হিড ডোম তৈরি হয়েছে তার জন্য এই বিপর্যয়। এর জেরে কানাডার বেশ কিছু জায়গায় দাবানল দেখা যায়। উচুঁ এলাকায় বরফ গলেছে, উপকূলে কয়েক কোটি মরা ঝিনুক সহ সামুদ্রিক প্রাণীর প্রাণ গেছে অতি সম্প্রতি প্রায় দিন পনেরো ধরে জ্বলছে গ্রীসের বিস্তীর্ণ এলাকা। গত কয়েক দশকের মধ্যে এমন ভয়ঙ্করতম দাবানল দেখেনি সেখানকার বাসিন্দা গ্রীসের সাথে দাবানলে পুড়ছে তুরস্ক। ছারখার উত্তর সাইবেরিয়ার দেড় কোটি একর জমি। জ্বলছে অস্ট্রেলিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, আফ্রিকার মধ্যভাগ। বিশ্ব উষ্ণায়নের থাবা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে—

১) লোভ লালসাও পাহাড় প্রমাণ মুনাফা স্বার্থে নির্বিচারে প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশ লুঠ বনধ করার কথা।

২) বাজারে স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন নয়, মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের স্বার্থে প্রকৃতি বান্ধব উৎপাদনে জোর দেওয়া।

৩) জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন রুখতে অবিলম্বে যুগান্তকারী পদক্ষেপ, বিকল্প শক্তির সন্ধান ও তার জন্য গবেষণার অর্থ বাড়াবার কথা বিভিন্ন সম্মেলনে বললে কাজের কাজ কিছু হয়নি। ১৯৯২ এর বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক, কেপেনহেগনের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলন কার্যত নিস্ফলা। কার্বন নিঃসরণ নিয়ে উন্নত দেশ ও উন্নয়শীল দেশগুলোকে বারেবারে সাবধান করলেও কর্ণপাত করেনি কিছু দেশ। বরং বেপরোয়া মনোভাব দেখিয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ। ট্রাম্প প্রশাসনতো মনে করত বিশ্ব উষ্ণায়নের সাথে কার্বন নিঃসরণের কোনো সম্পর্কে নেই। তারা প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২০১৬ থেকে বেরিয়ে আসবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। ভোল বদলে ফেলেছেন একদা গ্রিন পিস মতো পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে যুক্ত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক মুর। এই মুর এখন বলছেন বিশ্ব উষ্ণায়নের নজ্য কার্বন নিঃসরণ দায়ী প্রমাণ এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেছেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়াতে নাকি মানব জাতির মঙ্গল। বুঝন কথা কী অবস্থা। বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে বড় বড় রাষ্ট্র নায়করা যখন ভবিষ্য প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে পারলেন না তখন গ্রেটা থুনবার্গের মতো অষ্টাদশীর পরিবেশ আন্দোলন সবার নজর কেটেছে। তার আহ্বানে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ স্কুল ছাত্রছাত্রী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করল। কাঁপল বিশ্ব। গ্রেটার এই আন্দোলনকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না ট্র্যাম্প সহ অনেক রাষ্ট্র নায়ক। প্যাট্রিক মুর শালিনতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গ্রেটাকে আক্রমণ করলেন। গ্রেটাকে আক্রামণ করলেন। গ্রেটাকে বললেন, শয়তান, মানসিক বিকারগ্রস্ত। এদিকে আইপিসিসি'র এই রিপোর্ট বের হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার মতো অধিক গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশের প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এই রিপোর্টকে আমলই দিলেন না। আকারে ইঙ্গিতে জানালেন, ২০২৫ মধ্যে তার দেশ যে গ্রিন হাউস গ্যাস শূন্য নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি রাখবেন না। এইসব দেখে বলতে হয় বিনাশ কালে বুদ্ধিনাশ।

এত সবের মধ্যে মানুষ আশায় বাঁচে। চলতি বছরের শেষের দিকে গ্লাসগোয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলো জলবায়ু সংক্রান্ত বৈঠক। সেখানে ১৯৫ টি সদস্য দেশের মধ্যে ভারতও আছে। দেখা যাক ভারত তাতে কী ভূমিকা পালন করে। একের পর এখ চুক্তি করেছেন রাষ্ট্র নায়করা। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। এবার আরো একবার তাকিয়ে থাকতে হবে গ্লাসগো সম্মেলনের দিকে। এদিকে কুম্ভকর্ণদের ঘুম ভাঙতে গ্রেটা থুনবার্গের মতো স্কুল কথা রাখেনি। তাই তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ রক্ষায় সামিল হয়েছে। ছোটদের পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনকে সংহতি জানাতে আমরা কি হাত বাড়িয়ে দিতে পারি না? (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

করোনা সংক্রমণ, অন্যদিকে গুয়াহাটিতে ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’, উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : গুয়াহাটিতে করোনা সংক্রমণের হার এখনও আশাব্যঞ্জক নয়, এমতাবাস্থায় বিজেপির ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’। এতে উদ্বিগ্ন খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী! তাঁর এই উদ্বেগের কথা শুনিয়েছেন আজ শনিবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ কয়কটি দফতরের দায়িত্ব পাওয়ার পর আজ প্রথম গুয়াহাটিতে এসেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তাঁকে দিয়ে রাজ্যে শুরু হয়েছে সর্বভারতীয় বিজেপির প্রস্তাবিত ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’। শনিবার থেকে তিনদিনের কর্মসূচি নিয়ে শুরু হয়েছে ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’। মোদী সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর সর্বানন্দ সনোয়াল প্রথমবার অসমে মাটিতে পা রেখেছেন। ফলে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলাকে যুক্ত করে প্রদেশ বিজেপি শুরু করেছে ‘জন আশীর্বাদ যাত্রা’। কিন্তু ঠিক এই সময় গুয়াহাটি মহানগরীর করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কার্যত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী কেশব মহন্ত। গুয়াহাটি মহানগরীতে করোনা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী কেশব মহন্ত। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি কার্যত স্বীকার করে বলেন, গুয়াহাটি মহানগরীতে করোনার প্রকোপ কমেনি। এর জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গুয়াহাটিতে মোট ১, ২০৪টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। সেগুলোকে আধার হিসেবে ধরে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গুয়াহাটিতে করোনার টিকা প্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। আজ থেকে তিনদিন ধরে গোটা মহানগরীতে চলবে এই প্রক্রিয়া। ১,২০৪টি ভোট কেন্দ্র থেকে ভোটারের তালিকা সংগ্রহ করা হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্ত জানিয়েছেন, ২৫ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্টের মধ্যে গুয়াহাটি মহানগরীতে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে। ভ্যাকসিন সপ্তাহ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৫ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। তিনি এ-ও জানিয়েছেন, ৮৯২৯১ ০৩৭৭৬ নম্বরে ‘মিসকল’ দিলেই পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রে নেওয়া যাবে ভ্যাকসিন, মহানগরবাসীকে দেওয়া হয়েছে এমন সুবিধা। এ সবের দায়িত্বে থাকবেন কামরূপ মহানগরের জেলাশাসক। অবশ্য শোপিং মল বা সব ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের করোনা ভ্যাকসিন গ্রহণ করার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে।তবে গুয়াহাটি মহানগরীর নাগরিকদের করোনার বিরুদ্ধে সজাগ-সচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। নতুবা সরকার তথা জেলা প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে, এ-কথাও শুনিয়েছেন মন্ত্রী কেশব।

লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে করোনা ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি পালন করা হয়। শনিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

উর্দু কবি মুনাওয়ার রানার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

লখনউ, ২১ আগস্ট (হি.স.) : উর্দু কবি মুনাওয়ার রানার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের। মহর্ষি বাল্মিকীর সঙ্গে তালিবানের তুলনা করায় তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার অভিযোগ তুলে লখনউয়ের এক থানায় এফআইআর দায়ের হল।

তালিবান আফগানিস্তানকে কব্জা করার পর একটি চ্যানেলের সঙ্গে কথা বলার সময় উর্দু কবি মুনাওয়ার রানা তালিবানের সঙ্গে রামায়ণের রচয়িতার তুলনা করেন। বলেন, ”রামায়ণ লেখার পরে বাল্মিকী ঈশ্বর হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ আগে তিনিই ছিলেন একজন ডাকাত। একজন মানুষের চরিত্র বদলে যেতে পারে। একই ভাবে তালিবানরা এখন জঙ্গি থাকলেও, তারাও বদলে যেতে পারে আগামী দিনে।” এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানার অভিযোগ তুলে লখনউয়ের এক থানায় এফআইআর দায়ের করেন এক ব্যক্তি। মুনাওয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩এ, ২৯৫এ ও ৫০৫ (১) বি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়াও দলিত বিরোধিতা আইনেও অভিযোগ আনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, রানা এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছেন আপত্তিকর মন্তব্য করে। গত বছর ফ্রান্সে জঙ্গি হামলাকে সমর্থন করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তিনি জানিয়েছিলেন, হজরত মহম্মদ ও ইসলামকে অসম্মান করতে কার্টুন আঁকা হয়েছিল। এই ধরনের ঘটনায় বহু মানুষ প্ররোচিত হন চরম পদক্ষেপ নিতে। আর সেটাই করা হয়েছে ফ্রান্সে।

সেই সঙ্গে মুনাওয়ারের দাবি ছিল, তিনিও জঙ্গিদের জায়গায় থাকলে একই ভাবে হত্যালীলা চালাতেন। এখানেই শেষ নয়। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও কাঠগড়ায় তুলেছিলেন তিনি। যেহেতু ফ্রান্সের সঙ্গে রাফায়েল চুক্তি করা হয়েছে, তাই এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন বলে দাবি করেছিলেন মুনাওয়ার।

রাজ্যবাসীকে রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা রাজ্যপালের

গুয়াহাটি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে অসমের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে আজ শনিবার প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারীর বোন, মাড়োয়ারি মহিলা একতা মঞ্চের সদস্য, অখিল ভারতীয় মাড়োয়ারি মহিলা সম্মিলনী, মাড়োয়ারি সম্মিলনী গুয়াহাটি, মহিলা সখা এবং কল্যাণ আশ্রমের পদাধিকারী ও কার্যকর্তারা আজ রাজভবনে রাজ্যপালের হাতে রাখি বেঁধেছেন। এ উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। তিনি অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণকে রাখি বন্ধনের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, রাখি বন্ধন এমন একটি অনুষ্ঠান যা বোন ও ভাইদের মধ্যে বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ করে। অধ্যাপক মুখি তাঁর হাতে ”রাখি” বাঁধায় বোনদের কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি ধন্যবাদ জানান। ওই সকল সংগঠনের বোনদের সঙ্গে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন। রাজ্যপাল বলেন, রাখি বন্ধন হল ভাই-বোনের মধ্যে সুরক্ষার বন্ধন যা প্রেম, বিশ্বাস, একতার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তাই অধ্যাপক মুখি সমাজ তথা ভারতের পরম্পরাগত এই বন্ধনকে আরও উন্নত ও অর্থপূর্ণ করার জন্য সংগঠনগুলিকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া সত্যিকারের ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষায় তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সকলের সঙ্গে মিষ্টিমুখ করেছেন রাজ্যপাল।

সেপ্টেম্বর থেকে বাজারে পাওয়া যাবে জাইকভ-ডি

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত আরেকটি বড় সাফল্য অর্জন করেছে। দ্বিতীয় স্বদেশী ভ্যাকসিন, জাইকভ-ডি এর জরুরি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই টিকা সেপ্টেম্বর থেকে বাজারে পাওয়া যাবে এবং এটি ১২ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য প্রয়োগ করা হবে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাইডাস ক্যাডিলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শর্বিল পটেল বলেন, জাইডাস ক্যাডিলার অ্যান্টি-করোনাভাইরাস ভ্যাকসিন জাইকভ-ডি-এর দাম সম্পর্কে আগামী সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে কোম্পানিটি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে এই টিকা সরবরাহ শুরু করবে। অক্টোবর থেকে প্রতি মাসে এক কোটি ভ্যাকসিন তৈরি হবে। কোম্পানি বার্ষিক ১০-১২ কোটি ডোজ টিকা তৈরির পরিকল্পনা করেছে।শর্বিল আরও বলেন, “অনুমতি পেতে দেরি হওয়ায় নতুন কারখানা তৈরি করতে ৪৫ দিন দেরি হয়েছে আমাদের। অক্টোবর থেকে আমরা উৎপাদন বাড়াব।” তিনি আরও জানান, প্রাথমিক টিকা মজুত করে রাখা আছে। কিন্তু পরবর্তীতে ভারতেই টিকা উৎপাদন করা হবে। শর্বিল জানান, আগামী ৪৫ দিনে ৩০ থেকে ৪০ লাখ টিকা উৎপাদন করবেন তাঁরা। তার পরে অক্টোবর থেকে এক কোটি টিকা উৎপাদনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরকারকে টিকা দেবে সংস্থা। তার পরে কী ভাবে সেই টিকা দেশবাসীকে দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। টিকার দাম কত হবে তা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জাইডাস ক্যাডিলা। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

তালিবানকে হুঁশিয়ারি প্রাক্তন আফগান মন্ত্রীর

কাবুল, ২১ আগস্ট (হি.স.): আফগানদের মধ্যে প্রতিরোধের স্পৃহা এখনও বেঁচে রয়েছে। তালিবানদের হুঁশিয়ারি আফগানিস্তানের প্রাক্তন কার্যকরী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিসমিল্লাহ মোহাম্মাদির। আফগানিস্তানের তিনটি জেলা তালিবান মুক্ত করেন বিদ্রোহীরা। স্থানীয়দের দাবি, ৪০ জন তালিবানিকে হত্যা করা হয়েছে আর কমপক্ষে ১৫ জন জখম হয়েছে। সেই খবরে সিলমোহর দিয়ে এই হুঁশিয়ারি দেন বিসমিল্লাহ। যদিও এ বিষয়ে তালিবানের তরফে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সংবাদ সংস্থার খবর অনুযায়ী বাঘলান প্রদেশের পোল-এ-হেসার, দেহ সালাহ, বানু জেলা থেকে তালিবানকে হটিয়েছে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহী দল। এরপরই একটি টুইট করে বিসমিল্লাহ মোহাম্মাদি লেখেন, ”তালিবান জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বাঘলান প্রদেশের পোল-এ-হেসার, দেহ সালাহ, বানু জেলা বিদ্রোহী বাহিনী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্রোহ এখনও বেঁচে আছে।”

জানা গিয়েছে, আফগানিস্তানের প্রাক্তন কার্যকরী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিসমিল্লাহ মোহাম্মাদি বর্তমানে পঞ্জশির প্রদেশে রয়েছেন। আফগানিস্তানের এই প্রদেশটিতে এখনও পর্যন্ত পা রাখতে পারেনি তালিবান। এই প্রদেশ থেকে আহমেদ মাসুদ এবং স্বঘোষিত কার্যকরী আফগান রাষ্ট্রপতি আমরুল্লাহ সালেহ তালিবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই প্রদেশের অধিকাংশ মানুষ তাজিক। এই প্রদেশ প্রাকৃতিক একটি দুর্গ। চতুর্দিকে হিন্দুকুশের পর্বত। মাঝে একটুকরো সমতল। এই কারণেই তালিবান এই এাকায় এখনও ঢুকতে পারেনি।- হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

হেরাটে নিষিদ্ধ কোএডুকেশন, তালিবানি ফতোয়া

কাবুল, ২১ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানে মহিলাদের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কয়েকদিন বাদেই হেরাট প্রদেশে কোএডুকেশন পড়াশোনা নিষিদ্ধ করল তালিবানরা। সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন থেকে আর পাশাপাশি বসে পড়াশোনা করতে পারবে না ছাত্রছাত্রীরা। সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক ও তালিবান কর্তৃপক্ষের বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরো আফগানিস্তান দখলের পর এটাই নাকি তালিবানের প্রথম ফতোয়া। ২০০১ এর ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বুকে জঙ্গি বিমান হামলার পর ওসামা বিন লাদেনকে ধরতে আফগানিস্তানে পা রাখে মার্কিন সেনা। তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ মঙ্গলবার প্রথম সর্বসমক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন করে কথা দেন, তালিবান শরিয়তের এক্তিয়ারের মধ্যে মহিলাদের অধিকারকে সম্মান জানাবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে তালিবান প্রতিনিধি ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান মোল্লা ফরিদ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কো-এডুকেশনই সমাজের যাবতীয় খারাপ, অভিশাপের মূলে। তিন ঘন্টার বৈঠকে তিনি জানিয়ে দেন, কোএডুকেশন বন্ধ করতেই হবে। আর কোনও রাস্তা নেই। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে হেরাটে সরকারি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলিতে ৪০ হাজার পড়ুয়া, ২০০০ লেকচারার আছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

শনিবার ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি উদ্যোগে আগরতলা ধর্না অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

কাবুল বিমানবন্দরে তালিবানের হাতে আটক শতাধিক ভারতীয়, উতকন্ঠা

কাবুল, ২১ আগস্ট (হি.স.) : কাবুল বিমানবন্দরে তালিবানের হাতে বন্দি ১৫০ মানুষ। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয়। শনিবার স্থানীয় খবর পেতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভারতে। আফগানিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের এই খবর এখনও নিশ্চিত করেনি ভারতের বিদেশমন্ত্রক। তবে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এখনও বিদেশমন্ত্রকের তরফে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এর আগে এদিন সকালেই ভারতের বিমানে আফগানিস্তান ছেড়েছেন ৮৫ জন দেশীয় নাগরিক। তাঁদের নির্বিঘ্নে তাজিকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই বিমানবন্দরে তালিবানের এই দাপট দেখানো শুরু হল। গেটের সামনে আটকে রাখা হল ভারতীয়সহ প্রায় ১৫০ যাত্রীকে। তাজিকিস্তানে ভারতের সি-১৩০জে বিমান পৌঁছনোর সময় কাবুল বিমানবন্দরে আরও একটি ভারতীয় বিমান দাঁড়িয়ে ছিল। আরও দেশীয় নাগরিককে তালিবানের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য অপেক্ষা করছিল সেই বিমান। কিন্তু তাতে ওঠার আগেই তালিবান আটকে দিল ভারতীয়দের।

এদিকে তালিবান মুখপাত্রের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই ধরনের কোনও অপহরণ তারা করেনি। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, যদি তাদের দাবি সত্যি হয় তাহলে নিখোঁজ ব্যক্তিরা গেলেন কোথায়। গত রবিবার তালিবান কাবুলের দখল নেওয়ার পর থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় আফগানিস্তান আবারও তালিবানের কবজায়। এরপর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে বহু মানুষ দেশ ছাড়তে বিমানবন্দরে ভিড় করেছেন। শনিবারই আফগানিস্তানে আটক ৮৫ জনেরও বেশি ভারতীয়কে তাজাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে তাঁদের দেশে ফেরানো হচ্ছে। আরও একটি বিমানও তৈরি রাখা হয়েছে বাকি ভারতীয়দের ফেরানোর জন্য। এই পরিস্থিতিতে ঘটল অপহরণের ঘটনা। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

করোনা-প্রকোপ নিম্নমুখী, সোম থেকে দিল্লিতে মার্কেট খোলায় নিষেধাজ্ঞা থাকছে না

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ কমেই চলেছে। দিল্লিতে এই মুহূর্তে (শনিবার বিকেল পর্যন্ত) মাত্র ৪৩০ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সংক্রমণের সংখ্যা কমছে, তাই দিল্লিতে আগামী সোমবার থেকে মার্কেট খোলায় কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। শনিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, করোনা-পরিস্থিতির কারণে দিল্লির বাজারগুলি রাত আটটা পর্যন্ত খুলে রাখার অনুমতি ছিল। সংক্রমণের সংখ্যা কমছে, তাই সোমবার থেকে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে। সোমবার থেকে স্বাভাবিক সময় অনুযায়ী খুলে রাখা যাবে মার্কেট।

রাজধানী দিল্লিতে লাগাতার কমছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, বেড়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে করোনা-আক্রান্ত কোনও রোগীর মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৯ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৯৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৭৯ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১১ হাজার ৭৮৪ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪৮ জন। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪৩০ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট এই মুহূর্তে ০.০৩ শতাংশ।

ওনামের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি. স.) : ওনামের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার তিনি টুইটে লিখেছেন, “ইতিবাচকতা, প্রাণবন্ততা, ভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতির সাথে সম্পর্কিত একটি উৎসব ওনাম উপলক্ষে বিশেষ শুভেচ্ছা জানাই। আমি সবার সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি।“ প্রসঙ্গত, ওনাম দক্ষিণ ভারতের কেরল রাজ্যের মালয়ালি জনগোষ্ঠীর মাঝে পালিত ধান কাটার, অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক একটি বার্ষিক উৎসব। কেরলে প্রচলিত মালয়ালম দিনপঞ্জী পঞ্চাঙ্গম অনুসারে চিঙ্গম মাসের ২২তম নক্ষত্র থিরুবোনামের দিনে ওনাম পালন করা হয়। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে যা আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। জনশ্রুতি অনুসারে, রাজা মহাবলির স্মরণে এই উৎসবটি উদযাপিত হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন যে তাঁর আত্মা ওনামের সময়ে কেরল বেড়াতে আসে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পুলওয়ামা-সংঘর্ষে নিকেশ ৩ জইশ জঙ্গি, দু”টি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার

শ্রীনগর, ২১ আগস্ট (হি.স.): কাশ্মীরে সন্ত্রাস-দমন অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার ত্রালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৩ জন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। শনিবার ত্রালের নাগবাইরান এলাকায় জঙ্গলে শুরু হয় গুলির লড়াই। নিহত ৩ সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে একজনের নাম-ওয়াকিল শাহ। বিজেপি নেতা রাকেশ পণ্ডিতিয়া খুন-মামলায় জড়িত ছিল এই জঙ্গি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় ত্রালের নাগবাইরান এলাকায় জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন জঙ্গি। সেই খবর পাওয়ার পর শনিবার ভোর থেকেই অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন জঙ্গিরা লুকিয়ে গুলি চালায়, এরপর শুরু হয় এনকাউন্টার। এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩ জন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু”টি একে-৪৭ রাইফেল, একটি এসএলআর ও অন্যান্য বেআইনি সামগ্রী। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, শনিবার ত্রাল এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ওয়াকিল শাহ নামে একজন জইশ জঙ্গি। বিজেপি নেতা রাকেশ পণ্ডিতিয়া খুনের মামলায় জড়িত ছিল এই জঙ্গি।

আমেরিকায় চিন্তা বাড়াচ্ছে সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় কোভিডে ১,০৫৯ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ২১ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে আমেরিকায়, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১.৫১-লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ১,০৫৯ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৫১,১০৮ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ১,০৫৯ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৮১ জনের।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৫১,১০৮ জন। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮,৩৯৮,৫৯৬-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩০,৪৩৯,২৩৯ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,৩১৫,০৭৬-তে পৌঁছেছে।

ব্রাজিলে করোনায় ৯২৫ জনের মৃত্যু, সক্রিয় রোগী ৫.৪০-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ২১ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা খানিকটা কমল, তবে বাড়ল দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৯২৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৫৮ জন করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ হাজার ৮৮৭ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,৫২৮,০৯৯ জন।

আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক সংক্রমণ খানিকটা কমেছে। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৯,৪১৩,৫৫২ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,৪০,৮৮৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৫,৩২,৫৭১ জনের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ নয়।

সুপ্রিম কোর্টের সামনে আগুন লাগিয়েছিলেন শরীরে, মৃত্যু সেই পুরুষের

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.): প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না, বিগত ৫-দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে চোখই বুঝে ফেললেন চিরকালের জন্য। গত ১৬ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের সামনে শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন একজন মহিলা ও পুরুষ। শনিবার মৃত্যু হয়েছে ওই পুরুষের। গত ১৬ আগস্টের ঘটনা। সুপ্রিম কোর্টের গেট নম্বর ডি থেকে শীর্ষ আদালত চত্বরে প্রবেশ করার সময় ওই দু”জনকে আটকে দেন নিরাপত্তা রক্ষীরা। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে প্রবেশ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিচয়পত্র দেখতে পারেননি তাঁরা। তাই তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরই দু”জন শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই দু”জনকে দগ্ধ অবস্থায় দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছিল। শনিবার মৃত্যু হয়েছে পুরুষের, ওই মহিলা এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে কী কারণে তাঁরা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বৃষ্টি থামছেই না বঙ্গে, রাতভর বর্ষণে শিলিগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন

কলকাতা, ২১ আগস্ট (হি.স.): বৃষ্টি থামছেই না কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কখনও মাঝারি, কখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে কাকদ্বীপ থেকে ক্যানিং, বকখালি থেকে বনগাঁ-রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। বর্ষণ চলছে মহানগরী কলকাতাতেও। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবার রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শিলিগুড়ির বিস্তীর্ণ প্রান্ত। শিলিগুড়ির অশোকনগর, নবগ্রাম, হায়দারপাড়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, সোমবার ও মঙ্গলবার থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। এই সময়ে বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গও। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

তালিবানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আশরফ গনির ভাই

কাবুল, ২১ আগস্ট (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তালিবানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনির ভাই হাশমত গনি আহমেদজাই। কুচীদের গ্র্যান্ড কাউন্সিলের প্রধান হাশমত গনি আহমেদজাই তালিবান নেতা খলিল উল রহমান এবং মুফতি মাহমুদ জাকিরের উপস্থিতিতে তালিবানদের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করেন। টুইটারে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে, যাতে আশরাফ গনির ভাইকে তালিবানে যোগ দিতে দেখা গেছে। মহাম্মদ জালাল এই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। আলহাজ খলিল উর রেহমান হাক্কানির সঙ্গে সাক্ষাতের পর হাশমত গনি তার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি তার পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আশ্রয় নিয়েছেন। গণি বলেছিলেন যে, তিনি দেশে রক্তপাত চাননি এবং তাই পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন বিকল্প নেই। এর সঙ্গে, তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে তিনি নগদ ভরা চারটি গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছেন। তিনি এসব অভিযোগকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এদিকে, আমরুল্লাহ সালেহ নিজেকে দেশের বৈধ তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন। সালেহ বলেছেন যে তিনি তালিবানকে সমর্থন করেন না। তারা পাঞ্জশির শহর থেকে তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। সালেহ এও দাবি করেন যে, তিনি এখনও আফগানিস্তানের ভিতরে আছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যে চাঁদের কলঙ্ক নেই!

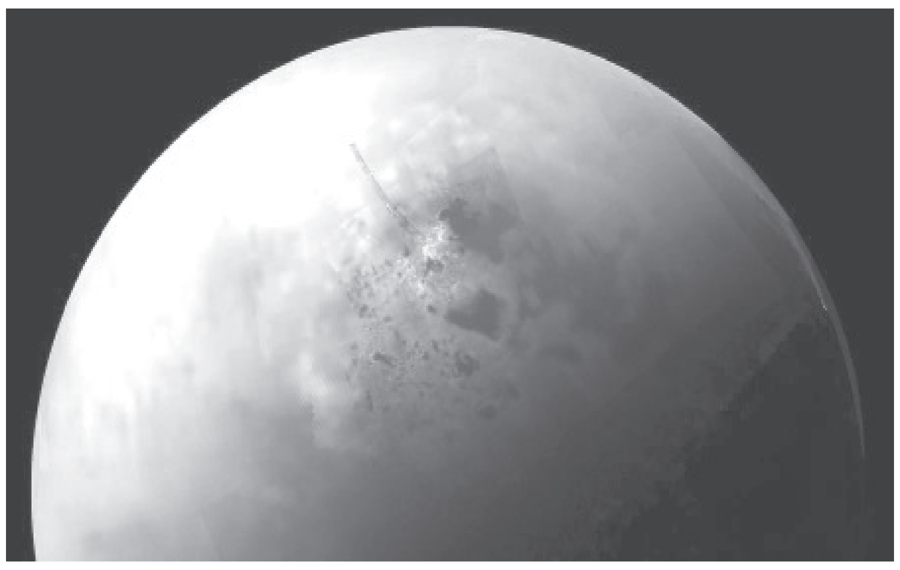

শনি গ্রহকে বলা হয়ে থাকে সৌরজগতের অঘোষিত মাসকট। সৌরজগৎ কল্পনা করতে গেলে বিচিত্র বলয় দ্বারা বেষ্টিত শনির কথাই সবার আগে মাথায় আসে। শনির ৬৩টা চাঁদ আছে! ভাবা যায়! একটা চাঁদ পেয়েই যেখানে আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা পাগল হয়ে যাচ্ছেন, সেখানে ৬৩টা চাঁদ থাকলে পৃথিবীর সব মানুষেরই হয়তো একটা করে কবিতার বই প্রকাশিত হতো! শনি গ্রহ বসবাসের উপযুক্ত নয়, কোনো দিন মানুষ সেখানে যাবে, বসতি গড়ে তুলবে আর কবিতার বই লিখবে, তা আশাও করা যায় না। তবে শনিতে বসে কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা লেখার সুযোগ না হলেও শনির এই ৬৩টা চাঁদের মধ্যে একটি চাঁদ আছে, যাতে প্রাণের বিকাশ অসম্ভব নয়। কোনো একদিন হয়তো পৃথিবীরই কোনো এক কবি গ্রীষ্মের ছুটিতে সেই চাঁদে বেড়াতে যাবে আর কঠিন কঠিন শব্দে কবিতা লিখবে (সেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে যে কত গ্রীষ্ম আসবে-যাবে, সেটা না হয় আলোচনার বাইরে থাকুক!) তার আগে বরং আমরা শনির বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই চাঁদ 'টাইটান' বসবাসের জন্য আদৌ উপযুক্ত হবে কি না, সে গল্প শুনি। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও বৃহস্পতির বৃহত্তম চারটা উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। এগুলো গ্যালিলিয়ান মুন হিসেবে পরিচিত। গ্যালিলিওর গ্যালিলিয়ান মুন আবিষ্কারের আরও ১৮ বছর পর জন্ম ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইগেন্সের। গ্যালিলিয়ান মুন হাইগেন্সকে আগ্রহী করে তোলে। নিজের ভেতরে যেন শুনতে পান অনন্ত অসীম মহাবিশ্বের ডাক। খালি চোখে তো আর বেশি দূর দেখা সম্ভব নয়, তাই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে টেলিস্কোপ তৈরি করা শুরু করেন। মহাবিশ্ব যাকে ডাক দিয়েছে, তাকে আটকায় কার সাধ্য! নিজের তৈরি টেলিস্কোপে ১৬৫৫ সালে শনিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা একটি চাঁদ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর একটি চাঁদ আর চারটি গ্যালিলিয়ানের পর এটি ছিল মানব আবিষ্কৃত ষষ্ঠ চাঁদ। ১৬৫৫ প্রকাশিত আ নিউ অবজাভেশন অব স্যাটার্ন বইয়ে তিনি এর নাম দেন অর্থ শনির চাঁদ।

পরবর্তী সময়ে জন হার্সেল এর নাম দেন 'টাইটান'। টাইটান উপগ্রহ হিসেবে বেশ আকর্ষণীয়। সাধারণ মানুষ হয়তো টাইটান নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না, তবে বিজ্ঞানীদের কাছে কিন্তু এর গুরুত্ব অনেক। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই গুরুত্ব? এর কারণ টাইটান হচ্ছে এখন পর্যন্ত পৃথিবীর বাইরে আবিষ্কৃত একমাত্র স্থান, যেখানে রয়েছে পৃথিবীর মতো পুরু নাইট্রোজেন গ্যাসের বায়ুমণ্ডল (টাইটানের বায়ুমণ্ডলের ৯৫ শতাংশ নাইট্রোজেন এবং ৫ শতাংশ মিথেন)। এখানেই শেষ নয়, টাইটানের পৃষ্ঠেও রয়েছে সাগর। টাইটানের সাগরগুলো মূলত তরল হাইড্রোকার্বনের। আবার টাইটানেও বৃষ্টি হয়! বজ্রপাত ঘটে ভয়ংকর শব্দে! তবে সে বৃষ্টি পানির নয়, মিথেনের। আমাদের যেমন আছে পানি চক্র, ঠিক তেমনি টাইটানে আছে মিথেন চক্র। তাহলে প্রাণের বিকাশ অসম্ভব নয় কেন বলছি? যেখানে পানিই নেই, সেখানে আবার প্রাণের বিকাশের প্রশ্ন উঠছে কেন? কারণ, প্রাণের প্রথম শর্ত হচ্ছে জৈব যৌগ। আর তা বেশ ভালো পরিমাণেই আছে টাইটানে! টাইটানের সঙ্গে পৃথিবীর একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে, পৃথিবী টাইটানের তুলনায় সূর্যের বেশ কাছে। সূর্য থেকে আসা তাপ পৃথিবীকে গরম রাখে, যা বসবাসের জন্য আবশ্যক। অন্যদিকে টাইটান সূর্য থেকে বেশ দূরে। তবে টাইটানের মিথেন গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে কাজ করে। ভবিষ্যৎ এ টাইটান বসবাসের যোগ্য হলেও হতে পারে। সূর্যের তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় এবং আমাদের সূর্য যদি একটা রেড জায়েন্টে পরিণত হয়, তাহলেই টাইটান পৃষ্ঠের তাপমাত্রা যথেষ্ট বেড়ে বসবাসের উপযুক্ত হবে। তবে সেটি ঘটতে অপেক্ষা করতে হবে আরও ৬ বিলিয়ন বছর। তখন হয়তো প্রাণের বিকাশও ঘটতে পারে। তাহলেও মনে হয় না বিশেষ কিছু আসে-যায়। প্রযুক্তির মহা উন্নতির কারণে তত দিনে মানবজাতি হয়তো অন্য এক উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। উল্লিখিত গবেষণার ফল সম্প্রতি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীতে কত বড় বিপদ ঠেকিয়ে দিয়েছে, তা বলে বোঝানো মুশকিল। জনস্বাস্থ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের ট্র্যাজেডি হলো, তাঁরা তাঁদের কাজ ঠিকমতো করলে মানুষ বুঝতেই পারে না যে কিছু একটা করা হয়েছে! বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আইসিডিডিআরবি, ফিরদৌসী কাদরীসহ অনেকের প্রচেষ্টায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ও এর আশপাশের এলাকায় অতি দ্রুত প্রায় শতভাগ মানুষকে কলেরার টিকা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। ধরে নিন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কলেরা টিকা দেওয়া হয়নি, তাহলে কী হতো? এই বিতাড়িত অসহায় মানুষগুলো যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করে আশ্রয় নেন, তখন রাতারাতি তো আর স্বাস্থ্যসম্মত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। নিরাপদ খাওয়ার পানি থেকে স্যানিটারি ল্যাট্রিনকোনোটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। তার ওপর শিক্ষার অভাব। পর্দার আড়ালে যাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে, তাঁদের দ্রুত ও সুচিন্তিত উদ্যোগে এই বিশাল জনগোষ্ঠী যদি কলেরার টিকা না পেত, তাহলে যে মহামারি সৃষ্টি হতে পারত, তা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

ফিরদৌসী কাদরী: গণমানুষের গবেষক

ফিরদৌসী কাদরী আইসিডিডিআরবির অন্যতম বিজ্ঞানী। বাংলাদেশ ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কলেরা নির্মূলে তাঁর গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের মধ্যে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধেও তিনি অগ্রণী সৈনিক। গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালে পেয়েছেন ল'রিয়েল-ইউনেসকো ফর উইমেন ইন সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড। এশিয়ান সায়েন্টিস্ট-এর চোখে তিনি এশিয়ার অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী। তাঁর সঙ্গে আলাপের ভিত্তিতে তাঁকে নিয়ে লিখেছেন সৌমিত্র চক্রবর্তী

কলেরার টিকা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুখে খাওয়ার উপযোগী করে তৈরি হয়। কারণ, কলেরার জীবাণু সাধারণত রক্তে যায় না, পৌষ্টিকতন্ত্রের ভেতরেই অবস্থান করে। একুশ শতকের শুরুর দিকে কলেরার টিকা ডুকোরাল বেশ ব্যবহৃত হতো। মুখে খাওয়ার এই টিকা প্রয়োগের জন্য দুটি আলাদা ধারকে রাখা দ্রবণ ও দ্রাবক একত্রে মেশাতে হতো এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা টিকাগ্রহীতাকে গ্রহণ করতে হতো। দুই ঘণ্টা পর এই মিশ্রণের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেত। তা ছাড়া টিকার দুটি উপাদানই ফ্রিজে ২-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হতো। প্রয়োগ করার আগমুহূর্তে ফ্রিজ থেকে বের করে সঠিক অনুপাতে মিশিয়ে খাইয়ে দিতে হতো। তার ওপর এর দুটি ডোজ নিতে হতো কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে। এসব কারণে মাঠপর্যায়ে টিকাটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করাটা অসুবিধাজনক ছিল। অন্তত সেকালে বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশগুলোতে এ সমস্যা ছিল আরও ব্যাপক। এরপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত শ্যানকল নামে একটি টিকা ভারতীয় গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এই টিকা তুলনামূলক সহজে প্রয়োগের সম্ভাবনা ছিল। এ সম্ভাবনা ফিরদৌসী কাদরীকেও নাড়া দেয়। তিনি এমন কিছু করার কথা ভাবেন। উর্ধতন কর্মকর্তার সহায়তায় বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনে যোগাযোগ করেন তিনি। উদ্দেশ্য, কীভাবে এই টিকার সুফল বাংলাদেশ পেতে পারে। তাঁর এ উদ্যোগের ফলে এক মাসের মধ্যে ঢাকায় একটি বিশাল সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে শুধু বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি, দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য টিকা বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেন এমন ব্যক্তিসবাই উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও গবেষণার জন্য যে ফান্ড পাওয়া গেল, তা নিয়ে মাঠে নেমে পড়ল ফিরদৌসী কাদরী ও তাঁর দল। বাংলাদেশের শহুরে বস্তি এলাকার অনেকগুলো পরিবারকে তিনটি ক্লাস্টারে ভাগ করে গবেষণাটি করা হলো। একটি ক্লাস্টারে শুধু টিকা দেওয়া হলো; দ্বিতীয় ক্লাস্টার টিকার পাশাপাশি নিরাপদ পানি এবং হাত ধোয়ার সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ পেল; আর তৃতীয় ক্লাস্টার ছিল কন্টোল গ্রুপ, অর্থাৎ তাদের জীবনযাত্রায় কোনো হস্তক্ষেপ করা হলো না। প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার মানুষের ওপর এ গবেষণা করা হলো। তাতে দেখা গেল, এক বছরের ওপরে যে কাউকে এই টিকা দেওয়া যায়। তবে এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে দুটি ডোজ দেওয়া বাধ্যতামূলক। আর পাঁচ বছরের ওপরে যেকোনো বয়সের মানুষের জন্য একটি ডোজই যথেষ্ট। ফ্রিজের বাইরেও এটি রাখা যায়, এমনকি ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখলেও ১৪ দিন পর্যন্ত কার্যকারিতা কমে না। এই টিকা আগে থেকে মেশানো দ্রবণ হিসেবে থাকে, ডুকোরালের মতো মিশিয়ে প্রয়োগ করা লাগে না। ফলে কলেরার টিকা মাঠপর্যায়ে প্রয়োগের জন্য যেসব বাধাবিপত্তি ছিল, ফিরদৌসী কাদরী ও তাঁর দলের গবেষণায় এর অনেকখানি দূর হলো। এ গবেষণা শুধু বাংলাদেশে নয়, আফ্রিকার অনেক দেশ, যেখানে গরম অনেক বেশি এবং সুযোগ-সুবিধা অনেক কম, সেখানেও চমৎকার সফল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ফিরদৌসী কাদরীর গবেষণার ভিত্তিতে কলেরা টিকার গাইডলাইন প্রস্তুত করে। যদিও নিরাপদ পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ও হাত ধোয়ার স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে কলেরার টিকার প্রয়োজন হয় না, তবু বাংলাদেশের মতো বন্যাপ্রবণ এলাকায় তা সব সময় নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এর চেয়ে বরং টিকা অনেক বেশি সাশ্রয়ী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে, উভয় পদ্ধতি একই সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা সম্ভব না হলে শুধু টিকা প্রয়োগ করেও বড় বিপদ এড়ানো যেতে পারে।

বর্তমানে আইসিডিডিআরবির আটতলায় ফিরদৌসী কাদরীর গবেষণাগারে কাজ করছেন একঝাঁক তরুণ গবেষক। তাঁদের কেউ কলেরা, কেউবা টাইফয়েড, কেউ আবার এন্টারোটক্সিজেনিক ই. কোলাইয়ের নাড়িনক্ষত্র উদঘাটনে ব্যস্ত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার সুযোগ নেই। তাই তাঁর গবেষণাগারে যিনি যেটা নিয়েই কাজ করুন না কেন, সবাইকে একটা ফুরসত বের করে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে কোভিড নিয়েও। নিয়মিত কাজের পাশাপাশি চলছে কোভিড নিয়ে গবেষণা। সম্প্রতি আইসিডিডিআরবির গবেষণায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে অর্ধেকের বেশি মানুষের দেহে ভাইরাসটির বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর মাত্রা কমে যায়, সেটাও দেখা গেছে। তাহলে কি গোষ্ঠীগত অনাক্রম্যতা বা হার্ড ইমিউনিটি সম্ভব? অর্থাৎ যে পর্যায়ে একটা নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষের দেহে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠার কারণে তা আর ছড়ায় না এবং অতিমারির অবসান হয়, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ কি আদৌ আসবে?

ফিরদৌসী কাদরীর মতে, এই প্রশ্নের জবাব খুব সোজাসাপটাভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কোনো অ্যান্টিজেনের (এ ক্ষেত্রে বা এর টিকা) বিরুদ্ধে শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, এর মাত্রা স্বাভাবিক নিয়মে একসময় কমে যায়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা পাওয়া যাবে কি না, তা নির্ভর করে রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার একজাতীয় কোষ, মেমোরি সেলের ওপরে। এই কোষগুলো এমনিতে খুব বেশি সংখ্যায় থাকে না, তবে কোন সংক্রমণের বিরুদ্ধে কেমন অ্যান্টিবডি কার্যকর, সেটা 'মনে' রাখে। সেই একই অ্যান্টিজেন বা জীবাণু আবার শরীরে ঢুকলে তড়িৎগতিতে ব্যবস্থা নিতে পারে এসব মেমোরি সেল। প্রথমবারের সংক্রমণ, যখন তার বিরুদ্ধে তখনো মেমোরি সেল তৈরি হয়নি, সেই তুলনায় পরবর্তী সময়ে হওয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা হয় তাৎক্ষণিক। কেননা মেমোরি সেল থাকে। অনেক সময় আমরা লক্ষণটাও বুঝতে পারি না। তার আগেই অ্যান্টিজেনের বিনাশ হয়। যদিও কোভিডের প্রাকৃতিক সংক্রমণ কিংবা টিকাউভয়ভাবেই মেমোরি সেল তৈরি হতে দেখা গেছে, তবু প্রাকৃতিক সংক্রমণের মাধ্যমে সুরক্ষার ব্যাপারটি অনেক বেশি র‍্যান্ডম। কারও বেশি কারও কম, কারও একেবারেই হয় না। সেই তুলনায় টিকার মাধ্যমে অ্যান্টিবডি ও মেমোরি সেল তৈরি হওয়ার নিশ্চয়তা অনেক। এমনকি টিকা যদি এক শ ভাগ সুরক্ষা না—ও দেয়, তবু শেষ পর্যন্ত টিকাতেই সমাধান। আরও বেশি বেশি ভেরিয়েন্ট বা প্রকরণের উদ্ভব ঘটার আগেই পুরো পৃথিবীকে টিকার আওতায় আনতে হবে। এটা কোনো বিশেষ দেশ বা এলাকার জনগোষ্ঠীকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হবে না। কোনো দেশে শতভাগ টিকা প্রদান করে কোনো লাভ নেই, যদি টিকাবঞ্চিত এলাকায় নতুন প্রকরণ জন্ম নিতে থাকে। তাহলে কোনো একটা পর্যায়ে সেই টিকাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী পুনরায় নতুন প্রকরণের শিকার হবে। বিশ্বায়নের যুগে এটা অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ না পৃথিবীর সবাই সুরক্ষিত, ততক্ষণ কেউই সুরক্ষিত নয়। ফিরদৌসী কাদরীর আশা, যাতে এ সত্য বিশ্বনেতারা দ্রুত উপলব্ধি করেন।

সংক্রামক রোগের পাশাপাশি অসংক্রামক রোগ নিয়েও কাজ করেছেন ফিরদৌসী কাদরী। গল্পের শুরু গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে ক্রিস্টফ রডল্ফ গ্র্যান্ড প্রাইজ নামক একটি পুরস্কার পাওয়া থেকে। টাকার অঙ্কটা নেহাত কম ছিল না। ফিরদৌসী কাদরীর ভাষায়, 'তখন তো টাকা ছিল না, তবে কম্পিউটারে ফাইল ছিল।' তখন চেষ্টা ছিল কীভাবে দেশেই প্রাইভেট উদ্যোগে গড়ে তোলা যায় একটি উন্নত গবেষণাগার। যেখানে হবে ফলিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা। যে গবেষণা সরাসরি দেশের মানুষের কাজে লাগবে। শেষে যখন সেই পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবাদে সাধ ও সাধ্যের বিবাদ মিটল, তখন তিনি হাত দিলেন তাঁর বহুদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে। জাতীয় অধ্যাপক ও শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. এম আর খানের বাসায় ফিরদৌসী কাদরীসহ বাংলাদেশের চিকিৎসা-গবেষণা পরিমণ্ডলের অনেক নক্ষত্র আড্ডা দিতেন। সেখান থেকে প্রাইভেট গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন করা হলো। নাম ঠিক করা হলো 'আইদেশি', যা ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপিং সায়েন্স অ্যান্ড হেলথের সংক্ষিপ্ত রূপ। মজার ব্যাপার হলো, প্রতিষ্ঠানটির এই চমৎকার নাম দিয়েছেন তরুণ গবেষকেরা। সেটাও একটি আড্ডায় ঠিক করা হয়। এভাবে ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করে আইদেশি। শুরুতে সরকারি প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর মেডিকেল বায়োটেকনোলজির ভবনে গবেষণাগার শেয়ার করলেও বর্তমানে একটি বাণিজ্যিক ভবনে নিজস্ব পৃথক স্পেস রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

আইদেশির উদ্যোক্তা হিসেবে ফিরদৌসী কাদরীর গল্পটা নিয়ে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করা যেতে পারে। ঠিক করা হলো, আইদেশিতে জিনগত ব্যাধি নিয়ে গবেষণা করা হবে। কেননা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এগুলো নিয়ে গবেষণা বাংলাদেশে খুব একটা হয় না। অথচ অনেক শিশুর জন্ম থেকে এমন সব জিনগত সমস্যা থাকে, যা দেরিতে ধরা পড়া কিংবা একেবারে শনাক্ত না হওয়ায় সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। এতে তাদের অকালমৃত্যু হয় কিংবা স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয়। তা ছাড়া এসব রোগ নির্ণয় করার জন্য বিদেশে যাওয়া অনেকেরই সামর্থ্যের বাইরে। তাই নবজাতকের নিউরোমেটাবলিক স্ক্রিনিং হিসেবে উন্নত বিশ্বে যে ২২টি পরীক্ষা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রুটিনমাফিক করা হয়, তা বাংলাদেশে চালু করার উদ্দেশ্যে গবেষণা শুরু করা হলো। তা ছাড়া জিনগত রক্তস্বল্পতা, যেমন থ্যালাসেমিয়া ও হিমোগ্লোবিন ই ডিজিজ দেশের কত ভাগ মানুষের মধ্যে আছে এবং কারা না জেনেই তা বয়ে বেড়াচ্ছেন, সেসব জানার জন্যও আইদেশি গবেষণা করেছে। এ রকম দুজন বাহক যদি মা—বাবা হন, তখন তাঁদের প্রতিটি সন্তানের অন্তত ২৫ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে সেই অসুখ নিয়ে জন্মানোর। আর ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে সন্তানেরাও অজান্তে রোগটির জিনগত বাহক হন। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার জন্য আজীবন রক্ত নিতে হয় এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে ঘন ঘন রক্ত নেওয়ার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে আবার নানা শারীরিক জটিলতায় পড়তে হয়। এর চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সাধারণত ম্যালেরিয়াপ্রবণ অঞ্চলে একটি জটিল মিউটেশনের কারণে এ ধরনের অসুখ বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশ এর মধ্যে পড়ে। আইদেশি ও ফিরদৌসী কাদরীর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এই মারাত্মক অসুখ প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। অবশ্য কোভিড পরিস্থিতির কারণে সে কার্যক্রম বর্তমানে কিছুটা বাধাগ্রস্ত।

সব্যসাচী গবেষক ফিরদৌসী কাদরী কাজ করেছেন সরকারি-বেসরকারি নানা সংস্থার সঙ্গে। কাজের অভিজ্ঞতায় এ ক্ষেত্রে কোনো হেরফের হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তিনি বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার যেমন কিছু সুবিধা আছে, আবার অসুবিধাও আছে। একই কথা প্রযোজ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারেও। একটি বিষয় তাঁর বিশেষভাবে ভালো লেগেছে, বাংলাদেশ সরকার খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সরকারের সহায়তা ছাড়া বড় মাপের প্রকল্প, যেমন কলেরার টিকা নিয়ে গবেষণা সম্ভব হতো না। তিনি চাইলেই সবার সহযোগিতা পেয়েছেন। সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই। এমনকি যখন তাঁর এত পরিচিতি ছিল না, তখনো তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন অনেকে। এ জন্য তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাই গবেষণার বেলায় তাঁর ভাষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কোলাবরেশন, কোলাবরেশন ও কোলাবরেশন।

আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় নারী হিসেবে যেকোনো পেশায় সাফল্যের শিখরে উঠতে হলে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়, এ ব্যাপারে ফিরদৌসী কাদরী একমত। শুধু দেশে নয়, সারা বিশ্বেই কমবেশি এটি প্রযোজ্য। তবে তিনি এটাও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে একটি সুবিধা আছে, যেটা হলো পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তা। পরিবারই অনেক সময় এখানে নারীর বিকাশে বাধা হতে পারে, এটা ঠিক। অন্যদিকে সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য দাদি-নানিদের যে ভূমিকা সাধারণভাবে বাংলাদেশি পরিবারগুলোতে দেখা যায়, তা না থাকলে নারীদের পক্ষে ক্যারিয়ার গড়া অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায়। মা-বাবার কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি নিজেও নানির হাতে মানুষ হয়েছেন। এটা সব সময় গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন ফিরদৌসী কাদরী। কাজের সময় নিজের পুরোটা দিয়ে যেমন মনেপ্রাণে গবেষক হয়ে উঠতে হবে, তেমনি বাড়ি ফিরে পরিবার ও সন্তানদের সঙ্গেও কোয়ালিটি সময় কাটাতে হবে। দুটিই গুরুত্বপূর্ণ।

ফিরদৌসী কাদরী গবেষণাগারের ভেতরে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ করেন না। অবশ্য কখনো যদি কোনো নারী গবেষককে অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাবে কাজ করতে হয়, তাহলে সেই গবেষক যাতে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছাতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে কখনো ভুল হয় না তাঁর। নারীদের কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করাটা সব জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব হওয়া উচিত। নিরাপত্তার পাশাপাশি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে শিশুদের দেখাশোনার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার থাকলে নারীরা আরও অনেক বেশি সংখ্যায় বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট পেশায় আসতে আগ্রহী হতে পারেন বলে মনে করেন তিনি। কীভাবে তরুণ গবেষকেরা ফিরদৌসী কাদরীর সঙ্গে কাজ করতে পারেন, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সবাইকে নিতে চাই, কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়।' বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণায় আরও অগ্রগতি হোক, তরুণ গবেষকদের কাজের ক্ষেত্র বাড়ুক। কোভিড-১৯ অতিমারি যেমন মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়েছে, অন্যদিকে তা স্বাস্থ্য গবেষণার গুরুত্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন দেশের আনাচকানাচে পিসিআর ল্যাব পৌঁছে গেছে। অনেকগুলো কেন্দ্রে ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং হচ্ছে। এগুলো যেন হারিয়ে না যায়। উদ্যোগগুলো যেন থেমে না যায়। সুযোগ-সুবিধা যেন উত্তরোত্তর বাড়ানো হয়। তাহলে আইসিডিডিআরবিতে যদি সবাই কাজের সুযোগ না-ও পান, তবু তরুণ গবেষকেরা দেশে থেকে গবেষণা করে দেশটাকে এগিয়ে নিতে পারবেন।

এশিয়ান সায়েন্টিস্ট—এর সেরা ১০০ বিজ্ঞানীর তালিকায় যাঁদের নাম এসেছে, তাঁরা কেউই নিজে থেকে আবেদন করেননি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের কাজ অনলাইনে যাচাই-বাছাই করে তালিকাটি প্রস্তুত করেন। তাই এটা ফিরদৌসী কাদরীর কাছে একটা সারপ্রাইজ ছিল। খবর পেয়ে তিনি একই সঙ্গে বিস্মিত ও আনন্দিত হন। তবে তাঁর মতে, বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। ভারত থেকে যেখানে বিশের অধিক বিজ্ঞানীর নাম ওই তালিকায় এসেছে, সেখানে বাংলাদেশ থেকে আছে তিনজনের নাম। ফিরদৌসী কাদরী বলেন, ভারত বেশ বড় একটা দেশ, সে হিসেবে বিজ্ঞানীর সংখ্যা বেশি। কিন্তু তারপরও তাঁরা যেভাবে গবেষণার অর্থায়ন, অন্যান্য প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা সরকারিভাবে পান; সে তুলনায় আমাদের দেশে সুযোগ-সুবিধা এখনো অপ্রতুল। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। এ প্রক্রিয়া যেন চলমান থাকে। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশীয় গবেষণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প নেই।

অ্যামওয়ের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন অলিম্পিয়ান মীরাবাই চান

আগরতলা, ২১ আগস্ট: অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন অলিম্পিকে রুপোজয়ী ভারত্তোলক সাইখম মীরাবাই চানু। অ্যমওয়ের বিভিন্ন পণ্য, বিশেষ করে নিউট্রিলাইট প্রোডাক্ট যেমন নিউট্রিলাইট ডেইলি, ওমেগা আর অল-প্ল্যান্ট প্রোটিনের মত প্রোডাক্টের প্রচার-মুখ হবেন মীরাবাই চানু। দেশের মহিলা ও কম বয়সীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিয়ে অ্যামওয়ের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই সংযুক্তি।

মীরাবাই চানু এনিয়ে বলেছেন, "নিউট্রিলাইট বিশ্বজুড়ে পরিচিত এক উল্লেখযোগ্য ব্র্যান্ডঊ একজন অ্যাথলেট হিসেবে আমি সবসময়েই আমার ফিটনেসকে আরও ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে আগ্রহীঊ যার জন্য এরকম প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স ডায়েটের সহায়ক পরিপূরক খুব প্রয়োজন।" অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সি.ই.ও. অংশু বুধরাজা জানিয়েছেন, "অ্যামওয়ে আর নিউট্রিলাইট হচ্ছে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন উদ্যোগ, মহিলা সশক্তিকরণ, পুষ্টি আর কল্যাণের এক সর্বোত্তম প্রতীকঊ মীরাবাই চানুর সঙ্গে অ্যামওয়ের এই সংযুক্তি একটা স্বাভাবিক পছন্দের বিষয়ঊ কেননা তিনি আশা, অঙ্গীকার, আত্ম-নির্ভরতা, সুস্থ জীবন নিয়ে আমাদের মূল্যবোধের এক উদাহরণ। ফিটনেসের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার তুলনাহীন। এই ধারণা মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। নিজের সঙ্গে সমাজেরও ভবিষ্যত নির্মাণে যেসব নারীরা উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অংশ হিসেবেই মীরাবাই চানুর সঙ্গে এই সংযুক্তি।" অ্যামওয়ের মুখ্য বিপণন আধিকারিক অজয় খান্না বলেছেন, "মীরাবাই চানু ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হাওয়ায় ফিটনেসের প্রতি আগ্রহী তরুণ-তরুণী ও যুব অংশের মানুষের সঙ্গে অ্যামওয়ের আরও বেশি সংযুক্তি ঘটবে।"

যোগা গ্রেড মাস্টার প্রগ্যাত প্রসুন শনিবার আগরতলায় একসাংবাদিক সম্মেলনে তার বিভিন্ন সময়ে অর্জন করা অ্যাওয়ার্ড প্রদর্শন করেছে। ছবি ঃ নিজস্ব

গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ, অংশগ্রহণ 'জন আশীর্বাদ যাত্রা'য়, বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : অসমে 'জন আশীর্বাদ যাত্রা'র সূচনা করতে গুয়াহাটি এসে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ, জলপরিবহণ এবং আয়ুষ দফতরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। আজ শনিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সকালেই গুয়াহাটির গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, আরেক কেন্দ্রী য় প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীভূষণ শর্মা প্রমুখ বহু জন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়ার পর এই প্রথম রাজ্যে এসেছেন সর্বানন্দ সনোয়াল। বিমানবন্দরে ফুলের তোড়া, গামোছা পরিয়ে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা। বিমানবন্দর চত্বর থেকেই তিনি সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ 'জন আশীর্বাদ যাত্রা'র শুভারম্ভ করেছেন। সেখান থেকে তিনি যান আজারায় অতিথিশালায়। সেখানে পৌনে এগারোটা নাগাদ দলীয় বিভিন্ন পদাধিকারী এবং কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে প্রথমে সংবর্ধনা জানানো হয়। এর পর ওই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে গাছের চারা রোপণ করেন সনোয়াল।

আজারা থেকে 'জন আশীর্বাদ যাত্রা' সোজা চলে যায় ভারতরত্ন ড় ভূপেন হাজরিকার সমাধিস্থলে। ভূপেন হাজরিকার সমাধিস্থলে সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। এখান থেকে প্রায় একটা নাগাদ 'জন আশীর্বাদ যাত্রা' যায় কামাখ্যা। কামাখ্যা মন্দির দর্শনের পর ফের এই যাত্রা শুরু হয়ে যায় মাছখোয়ায়। এখানে বীর লাচিত বরফুকনের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তিতেও তাঁরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান।

এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ অন্যরা বেলা আড়াইটা নাগাদ আসেন বিজেপির গুয়াহাটি মহানগর জেলা কার্যালয়ে। এখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এর পর সোয়া তিনটায় হেঙেরাবাড়িতে দলীয় প্রদেশ সদর দফতরে। এখানে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করে পাঁচটা নাগাদ সর্বানন্দ সনোয়াল যান নেহরু স্টেডিয়ামে। এখানে অসম অলিম্পিক সংস্থা আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সনোয়াল। এই অনুষ্ঠান শেষ করে যাবেন ব্রহ্মপুত্র গেস্ট হাউসে। সেখানে রাত্রিযাপন করবেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে লেবানন আসছে ইরানি তেলবাহী জাহাজ

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.): মার্কিন নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে লেবাননে তেলবাহী জাহাজ পাঠাচ্ছে ইরান। দেশটিতে তীব্র জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় জরুরিভিত্তিতে দুটি জাহাজে করে তেল পাঠাচ্ছে ইরান। প্রচণ্ড জ্বালানি সংকটে ভোগা লেবাননের জন্য এর আগে কয়েক দফায় হিজবুল্লাহ মহাসচিব হাসান নাসরুল্লাহ ইরান থেকে তেল আমদানির ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। লেবাননের জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য ইরান থেকে তেল আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরইমধ্যে তেলভর্তি জাহাজ ইরান থেকে লেবাননের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি জাহাজ পরপর রওনা দেবে।

তেলবাহী জাহাজে কোনও ধরনের নাশকতা হলে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে সতর্ক করেছে হিজবুল্লাহ মহাসচিব হাসান নাসরুল্লাহ।লেবাননের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি ইরান সরকারকে ধন্যবাদ জানান হিজবুল্লাহ মহাসচিব। হাসান নাসরুল্লাহ বলেছেন, ইরান থেকে কয়েকটি জাহাজে করে জ্বালানি তেল আনা হচ্ছে এবং সমুদ্রে এসব জাহাজকে হিজবুল্লাহ লেবাননের নিজস্ব ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচনা করছে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

উত্তর গোয়ায় দু''দিনে দুই রাশিয়ান মহিলার রহস্য-মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

পানাজি, ২১ আগস্ট (হি.স.): পৃথক দু''টি ঘটনায়, পরপর দু''দিন উত্তর গোয়ার অঞ্জুনা থানা এলাকায় নিজেদের ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার হল দু''জন রাশিয়ান মহিলার মৃতদেহ। উত্তর গোয়ার সৈকত গ্রামে নিজ নিজ ভাড়াবাড়ি থেকে দু''দিনে উদ্ধার হয়েছে দু''জন রাশিয়ান মহিলার দেহ। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে উদ্ধার হয় আলেকজান্দ্রা জ্যাভি (২৪) নামে এক রাশিয়ান মহিলার ঝুলন্ত দেহ। বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন ওই মহিলা।

এরপর শুক্রবার উদ্ধার হয় একাতেরিনা টিটোভা (৩৪) নামে আরও এক মহিলার দেহ। সিওলিম গ্রামে পৃথক স্থানে থাকতেন তাঁরা। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিল না। বিভিন্ন দিক থেকে দুই রাশিয়ান মহিলার রহস্য-মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই দুই মহিলার মধ্যে কোনও যোগাযোগ ছিল না। উত্তর গোয়ার এসপি শোভিত সাক্সেনা জানিয়েছেন, একজন প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য রাশিয়ান দূতাবাসকে আমরা জানিয়েছি। ১৯ আগস্ট আমরা এ বিষয়ে জানতে পারি, একজন মহিলার দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়।

গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে উত্তর প্রদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে উঠবে : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২১ আগস্ট (হি.স.): ''মিশন শক্তি''-র তৃতীয় দফার শুভারম্ভ হল উত্তর প্রদেশে। এদিন উত্তর প্রদেশের ৭৫ জন মহিলাকে সম্মানিত করেছেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ''মিশন শক্তি''-র প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য কাজের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে ৭৫ জন মহিলাকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, প্রয়াগরাজ ও মেরঠের মধ্যে ৫৯৪ কিলোমিটার লম্বা এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জমি অধিগ্রহণের ৯৩ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন যোগী। এদিনের অনুষ্ঠানে যোগী আরও জানিয়েছেন, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মেরঠ ও পূর্ব উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজকে যুক্ত করছি আমরা। গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে উত্তর প্রদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে উঠবে। গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে লখনউ থেকে মেরঠে যাতায়তের সময় কমবে ৫ ঘন্টা এবং প্রয়াগরাজ থেকে মেরঠে যাতায়তের সময় কমবে ৬.৫ ঘন্টা।

কাবুলে ভারতীয়দের অপহরণ করেনি তালিবান, সকলেই সুরক্ষিত আছেন

কাবুল, ২১ আগস্ট (হি.স.): কোনও ভারতীয় নাগরিককে অপহরণ করেনি তালিবানরা। পাসপোর্ট ও নথি খতিয়ে দেখার পর ভারতীয় নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট মারফত শোনা যায়, কাবুল ছাড়ার অপেক্ষায় থাকা অনেককে অপহরণ করেছে তালিবানরা, তাঁদের মধ্যে শতাধিক ভারতীয় নাগরিরাও ছিলেন।

কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে না-কি ১৫০ জনের বেশি মানুষকে অপহরণ করা হয়, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ভারতীয় নাগরিক। এই মিডিয়া রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার কিছু পরই তালিবান মুখপাত্র আহমাদুল্লাহ ওয়াসেক জানান, এই রিপোর্ট ভিত্তিহীন। তারপর সূত্র মারফত জানা যায়, সমস্ত ভারতীয় নাগরিকরা সুরক্ষিত আছেন। তাঁদের কাছে থাকা পাসপোর্ট ও নথি সম্ভবত খতিয়ে দেখেছে তালিবানরা। তারপর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হিমাচলের সোলানে খাদে পড়ল বাস, আহত কমপক্ষে ৩২

সোলান, ২১ আগস্ট (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের সোলান জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। বাস দুর্ঘটনায় কমবেশি আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩২ জন। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোলান জেলার নালাগড়ের বোরোতিওয়ালাতে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

শনিবার সকালে এইচআরটিসি-র একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নালাগড়ের বোরোতিওয়ালাতে খাদে পড়ে যায়। সকাল ৭.৩০ মিনিট নাগাদ থেড়পুরার কাছে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন চালক, তারপর বাসটি খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর ওই স্থানে পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংক্রমণের হার নিম্নমুখী, পাকিস্তানে সক্রিয় করোনা-রোগী কমে ৮৯,০৪৪

ইসলামাবাদ, ২১ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে ফের কমে গেল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৮৮৪ জন। কিছুটা কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা, শুক্রবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের। ৬৫ জনের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৪,৮৪৮ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,১১৯,৯৭০ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,০০৬,০৭৮ জন।

কোভিড-সঙ্কট এখনও শেষ হয়নি : উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ২১ আগস্ট (হি.স.): মুম্বইয়ে শিশুদের জন্য কোভিড হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের কাছে অনুরোধ জানালেন, এমন কিছু করবেন না যাতে নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হয়। তাঁর মতে, কোভিড-সঙ্কট এখনও শেষ হয়নি। শনিবার মুম্বইয়ের কালিনা ক্যাম্পাসের আইটি পার্কে শিশুদের জন্য কোভিড হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। উদ্ধব জানান, 'রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের কাছে আমি অনুরোধ করছি, এমন কিছু করবেন না যাতে নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হয়। কোভিড-সঙ্কট এখনও শেষ হয়নি।' উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের প্রকোপ এখনও কমেনি। প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এমতাবস্থায় বিভিন্ন ধরনের সমাবেশ সরকারের চিন্তা বাড়াচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কাশ্মীরে হিজবুল মুজাহিদিন সাহায্য চাইল তালিবানের

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : কাশ্মীরে তালিবানি সাহায্য চাইল পাকিস্তানি মদতে পুষ্ট জঙ্গি সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনের নেতা সৈয়দ সালাউদ্দিন। পাশাপাশি আরেক মৌলবাদী মুসলিম জঙ্গি সংগঠন আইএসের দাবি, আমেরিকার ''ষড়যন্ত্রে''র ফলেই আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে তালিবান।

অন্যদিকে শনিবার তালিবানের কাবুল দখলের দায় সরাসরি আমেরিকার ঘাড়ে চাপিয়েছে আর এক মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন আইএস। মুখপত্রে তাদের দাবি, আমেরিকান সেনা প্রত্যাহার করে আফগানিস্তানকে তালিবানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আইএসের বক্তব্য, """কাবুলে তালিবানের প্রবেশের সময়ে দেখা গেল আমেরিকান সেনা ও তালিবানের মধ্যে কী ভাবে সমন্বয় রক্ষা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, আইএস ও তালিবানের মধ্যে বিরোধ নতুন নয়। বিশেষত ২০১৫ সালে আফগানিস্তানের নানগরহর প্রদেশে আইএসের খোরাসান শাখা তৈরি হওয়ার পরেই বিরোধ বাড়ে। দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় দু''পক্ষের নানা গোষ্ঠীর। কূটনীতিকদের মতে, আইএসের মোকাবিলা করতেই তালিবানকে সমর্থন শুরু করে রাশিয়া। পরে নানগরহর প্রদেশে আমেরিকান অভিযানের ফলে আইএস বড় ধাক্কা খায়। ভারতে বর্তমানে সক্রিয় আইএসের সেলগুলি খোরাসান শাখার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন গোয়েন্দারা। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

ভিড় এড়াতে বাড়তি সতর্কতা, জন্মাষ্টমীতে ভক্তদের জন্য বন্ধ বেলুড় মঠ

বেলুড়, ২১ আগস্ট (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন পর বেলুড় মঠের দরজা ভক্তদের জন্য খুলেছে চলতি সপ্তাহেই। নির্দিষ্ট করোনাবিধি মেনে এতদিন দর্শকরা মঠে ঢুকতে পারলেও বেশি ভিড় এড়াতে আগামী ৩০ আগস্ট, জন্মাষ্টমী উৎসবের দিন বন্ধ থাকবে বেলুড় মঠ। মঠ কর্তৃপক্ষের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জেরে প্রায় চারমাস বন্ধ থাকার পর গত ১৮ আগস্ট থেকে ফের ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয় বেলুড় মঠের দরজা। প্রত্যেক দিন সকাল আটটা থেকে ১১টা এবং বিকেল চারটে থেকে ৫.৪৫ মিনিট পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকছে মঠ। তবে মঠে যেতে গেলে দেখাতে হচ্ছে করোনা টিকার দু'টি ডোজ নেওয়ার শংসাপত্র। বেলুড় মঠে ঢোকার পরেও ভক্তদের করোনা বিধি মেনে চলতে হচ্ছে। বিধি যাতে ভঙ্গ না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। একসঙ্গে বেশি দর্শককে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সূত্রের খবর, করোনা পরিস্থিতির আগে অন্যান্য বছর জন্মাষ্টমীতে বেলুড় মঠে প্রচুর ভক্তের সমাগম হত। এবারও তেমনটা হলে করোনা বিধি ভঙ্গ হতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই মঠ কর্তৃপক্ষ ওই দিন ভক্তদের প্রবেশ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল। তবে রীতি মেনেই মঠের ভিতরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পুজো হবে। ভক্তদের আবেদন, জন্মাষ্টমীর বিশেষ পুজো যদি তাঁরা বাড়িতে বসেও দেখতে পান, সেই ব্যবস্থা যেন করে মঠ কর্তৃপক্ষ। তবে লাইভ স্ট্রিমিং হবে কিনা অর্থাৎ বাড়িতে বসেই কেউ অনলাইনে সেই পূজার্চনা দেখতে পাবেন কি না, তা এখনও কিছু জানানো হয়নি।

গুজরাটের কচ্ছে ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্প, রাজকোটের অদূরেই কম্পন

আহমেদাবাদ, ২১ আগস্ট (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাটের কচ্ছ জেলা। শনিবার দুপুরে কচ্ছ জেলায় মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। কচ্ছ জেলার ধোলাভিরা থেকে ২৩ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। গুজরাটের রাজকোট থেকে ১৫১ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার দুপুর ১২.০৮ মিনিট নাগাদ কচ্ছ জেলায় ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০। কচ্ছ জেলার ধোলাভিরা থেকে ২৩ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। গুজরাটের সিসমোলোজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অবশ্য জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ৪.১ ও ভূপৃষ্ঠের ৬.১ কিলোমিটার গভীরে।

তালিবানকে সমর্থন, গ্রেফতার হাইলাকান্দির বাসিন্দা তেজপুর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র

হাইলাকান্দি / তেজপুর (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : তালিবানকে সমর্থন করার দায়ে গ্রেফতার হাইলাকান্দির যুবক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র নাদিম আখতারকে শনিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

হাইলাকান্দি শহরের উপকণ্ঠে বড়জোড়াই গ্রামের বাসিন্দা বছর (২৩)-এর নাদিম আখতার তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তালিবানকে সমর্থন জানানোর অভিযোগে শোণিতপুরের পুলিশ সুপারের কাছে তথ্য পেয়ে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দল গ্রেফতার করেছে তেজপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নাদিম আখতারকে।

জানা গেছে, এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ের ক্ষেত্রে অসম পুলিশের সাইবার বিশেষজ্ঞের দল কড়া দৃষ্টি রেখে চলেছে। গতকাল শুক্রবার নাদিম আখতার সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে আফগানিস্তান পুনর্দখলকারী তালিবানের একটি গানের ভিডিও আপলোড করে তালিবানের সপক্ষে প্রচার চালিয়েছিল। তালিবানের আতঙ্কে আফগানিস্তান ছেড়ে অসংখ্য মানুষ পালিয়ে যচ্ছেন। এমতাবস্থায় আফগানিস্তানে মানুষকে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল নাদিম।

বিষয়টি শোণিতপুর পুলিশের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। নাদিম নামের যুবক তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বলে নিশ্চিত করে সে হাইলাকান্দিতে তার নিজের বাড়িতে রয়েছে বলে নিশ্চিত হয় শোণিতপুর পুলিশ।

শোণিতপুরের পুলিশ সুপার ড় ধনঞ্জয় পুরুষোত্তম ঘনায়াত সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতেই শোণিতপুর পুলিশ তথ্যের ভিত্তিতে হাইলাকান্দির পুলিশ সুরারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরে যুবকটিকে হাইলাকান্দি শহরের উপকণ্ঠের বড়জোড়াই গ্রামে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। জানা গেছে, বর্তমানে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাইলাকান্দিতে ধৃত তালিবানি সমর্থক নাদিম আখতার (২৩)-কেজিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

এদিকে, মেডিক্যালের ছাত্রটি তার সামাজিক মাধ্যমে তালিবান সমর্থিত পোস্টটি শোণিতপুর পুলিশ তদন্ত শুরু করবে বিষয়টি জানতে পেরে সে তা 'ডিলিট' করে নিজের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ডিলিটের আগেই পুলিশ সব তথ্য উদ্ধার করে নিয়েছে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে অসম পুলিশের সাইবার সেলের হাতে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তে তালিবানকে সমর্থন করার অভিযোগে ১৪ জনকে আটক করা হয়েছে।

গোয়ালপাড়ার শিলডুবিতে ঔরসজাত ছেলের হাতে খুন বাবা

ধুপধারা (অসম), ২১ আগস্ট (হি.স.) : নিজের ঔরসজাত সন্তানের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন বাবা। ঘটনা গোয়ালপাড়া জেলার ধুপধরা থানার অন্তর্গত শিলডুবি গ্রামে গতকাল শুক্রবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। নিহত ব্যক্তিকে বাহুরাম কছারি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ রবিবার ধুপধারা থানার ওসি এই খবর দিয়ে জানান, সুরাসক্ত বাবার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন বাদানুবাদ হয় ছেলের। গত রাতেও একই কারণে ছেলে ও বাবার মধ্যে বাদানুবাদের সূত্রপাত হয়। বাবা বাহুরাম আকণ্ঠ মদ্যপান করে ঘরে ঢুকে অযথা ছেলেকে গালাগাল দিতে থাকে। এক সময় তিনি ছেলেকে মারধরও করেন। তখন উপায়ান্তর হয়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলে ছেলে। হাতে দা তুলে বাবার ওপর কোপ বসিয়ে দেয় সে।

বাহুরামের ঘরে তার ছেলে ছাড়া আর কোনও সদস্য ছিলেন না। হল্লা শুনে প্রতিবেশীরা এসে রক্তাক্ত অবস্থার বাহুরামকে দেখে খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে শিলডুবি গ্রামে যায় পুলিশ। ঘাতক ছেলেকে গ্রেফতার করে বাহুরামের মৃতদেহ উদ্ধার করে ধুপধরা থানায় নিয়ে আসে। আজ সকালে মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে গোয়ালপাড়া সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওসি জানান, ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ৬৬/২১ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অপসারণ চাইল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ষাঁড়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন রেলমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাওসাহেব দানভে। ওই অশালীন মন্তব্যের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর অপসারণ চাইল কংগ্রেস।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের জালনা জেলায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভগবত কারাড ''জন আশীর্বাদ যাত্রা'' শুরু করেন। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল সম্পর্কে কটূক্তি করেন দানভে। মন্ত্রী বলেন, ''রাহুল গান্ধী কারও কোনও কাজে লাগেন না। তিনি ষাঁড়ের মতো যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান। আমি ২০ বছর ধরে লোকসভার সদস্য। তাঁর কার্যকলাপ আমি কাছ থেকে দেখেছি।'' পরে তিনি বলেন, কোনও ষাঁড় চাষের ক্ষেতে ঢুকে ফসল খেলে চাষি তাকে ক্ষমা করে দেয়।

মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নানা পাটোলে বলেন, ''দানভে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। রাহুল সম্পর্কে কটূক্তি করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর অপসারণ দাবি করছি।'' পরে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শালীনতা বজায় রেখে কথা বলতে পারেন না, তাঁকে কীভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছিল জানি না।

৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ১৯০টি অক্সিজেন প্লান্টের কাজ শুরু হবে মধ্যপ্রদেশে : শিবরাজ

ভোপাল, ২১ আগস্ট (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে আরও ১০টি অক্সিজেন প্লান্টের শুভ উদ্বোধন করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান। শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ১০টি অক্সিজেন প্লান্টের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিকাশ দত্ত শর্মা, গোপাল ভার্গব, প্রভুরাম চৌধুরী, বিশ্বাস সারাং প্রমুখ।

টুইট করে শিবরাজ জানিয়েছেন, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ১৯০টি অক্সিজেন প্লান্টের কাজ শুরু হবে মধ্যপ্রদেশে। অক্সিজেন উৎপাদনে আত্মনির্ভর করে তোলা হবে রাজ্যকে। শিবরাজ এদিন বলেছেন, আমরা রাজ্যজুড়ে ১৯০টি অক্সিজেন প্লান্ট বসাচ্ছি, ৬৫টি প্লান্টে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং বাকিগুলিতে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালু করা হবে।

প্রয়াত মালয়ালম অভিনেত্রী নল্লেন্নাই চিত্রা

চেন্নাই, ২১ আগস্ট (হি. স.) : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন মালয়ালম অভিনেত্রী নল্লেন্নাই চিত্রা। শনিবার মাত্র ৫৬ বছর বয়সে চেন্নাইতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

স্বামী বিজয়রাঘবন ও কন্যা মহালক্ষ্মীর সাথে চেন্নাইয়ের সালিগ্রামে সপরিবারে বাস করতেন অভিনেত্রী চিত্রা। সেখানেই এদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। প্রায় ১০০টির বেশি ছবিতে কাজ করেছেন এই অভিনেত্রী। তামিল, মালয়ালাম ও কন্নড় ভাষার সিনেমায় কাজ করেছেন প্রয়াত এই অভিনেত্রী চিত্রা। তার অভিনীত কিছু জনপ্রিয় সিনেমা হল পাঁচগানি, আভাল আপাদিতান, অটো রাজা, ক্রোধাম, চিন্না পুভ মেল্লা পেসু, ওরু ভাদাক্কান বীরাগাথা, অমরাম, একালব্যায়ন সহ আরও অনেক সিনেমা রয়েছে। এছাড়াও তিনি ফিল্ম ক্যারিয়ারে অভিনয় করেছেন মেগাস্টার মোহনলাল ও প্রেম নাজিরসহ অনেক তারকার সঙ্গে। চিত্রার মৃত্যুতে দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির তরফে কর্মসংস্থানের দাবিতে আগরতলায় মিছিল। ছবি ঃ নিজস্ব

৭ দফা দাবির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট মাদ্রাসা শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ আগস্ট।। শনিবার ১১ ঘটিকার সময় অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স এসোসিয়েশন রাজ্য কমিটির সভাপতি আব্দুল আলীম, রাজ্য সহ-সভাপতি শাহালম, সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সভাপতি সাদেক মিয়া এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের অগ্নি কন্যা তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়ার নিকট শিক্ষক ও মাদ্রাসার উন্নয়নমূলক ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবি গুলোর প্রতি সমর্থন জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি শাহপরান উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আমিন। এদিন মাদ্রাসার শিক্ষকরা রাজ্য নেতৃত্বদের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়ের নিকট দাবি সনদ তুলে দেন। প্রথম রাজ্য সফরে আসার সাথে সাথে ডেপুটেশন কে কেন্দ্র করে মাদ্রাসা শিক্ষক সহ সংখ্যালঘুদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। শিক্ষকদের

দাবি গুলোর মধ্যে ছিল ১) ১২৯ টি স্পেম মাদ্রাসাকে শিক্ষক সহ গ্রান্ট-ইন-এইড এর অন্তর্ভুক্ত করা ২) রাজ্য সরকারের অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষাদের ২.২৫ এবং ২.৫৭ অবিলম্বে প্রদান করা ৩) অবসর অথবা কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুকারী মাদ্রাসা শিক্ষকদের এককালীন ২৫০০০০০ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা প্রদান করা ৪) স্পেম মাদ্রাসার শূন্যপদ পূরন করা এবং নিয়োগের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করা ৫) রাজ্য ভিত্তিক মাদ্রারাসা মনিটরিং কমিটিতে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি আব্দুল আলীম এবং সহ-সভাপতি শাহালম কে অন্তর্ভুক্ত করা ৬) যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের স্কেল প্রদান করা ৭) মাদ্রাসা ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুবিধার্থে মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করা ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তাদের দাবিগুলোর প্রতি সহমত পোষণ করেন পাশাপাশি দাবি গুলো পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে সংগঠনের নেতৃত্বদের আশ্বস্ত করেছেন তিনি। ডেপুটেশনের পর রাজ্য কমিটির সভাপতি আব্দুল আলীম ও সহ-সভাপতি শাহালম এক সাক্ষাৎকারে জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া আগামী সপ্তাহে রাজ্য সফরে আসার সাথে সাথে অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স এসোসিয়েশন রাজ্য কমিটির পদাধীকারীদের সাথে বৈঠকে বসবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। দাবিগুলো পূরণের ক্ষেত্রে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আন্তরিকতার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবিগুলো অবিলম্বে পূরণ করা হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তারা।

বক্সনগর টাউনহলে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২১ আগস্ট।। বক্সনগরে বি জে এম সি অর্থ্যাৎ ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের শ্রমিক দের নিয়ে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠানে র আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় আজ দুপুর দুইটা ত্রিশ মিনিটের সময় প্রধান অথিতির প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে।তারপর স ম্মানিত অতিথিদের কে পুস্পস্তবক দিয়ে বরন করা হয়। আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন প্রদান করেন,সিপাহীজলা জেলার বি জে এম সির জেনারেল সেক্রেটারি রানা দেব।মূলত অনুষ্ঠানের মূখ্য বিষয় হ চ্ছে অসগঠিত শ্রমিক দের কে এক ছাতার তলে নিয়ে আসা। এবং শ্রমিক শ্রেনীর লোক দের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধার আদায়ে র লক্ষ্যে শোষিত বঞ্চিত নিপীরিত দের পাশে থেকে কাজ করা এই হচ্ছে ভাবতীয় জনতা মজদুর সেল।সারা ভারত বর্ষে বাইশটি রাজ্যে চালু রয়েছে মজদুর সেল।ত্রিপুরা রাজ্যে ২৯/৬/২০২১ইং হইতে মজদুর শ্রমিক সংঘটনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।সিপাহীজলা জেলার ভারতীয় জনতা মজদুর সেল সংঘটনের এগার বিশিষ্ট এক কার্যকারিতা কমিটি ঘটিত হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি বিল্লাল হোসেন সহসভাপতি শ্যামল দেবনাথ জেনারেল সেক্রেটারি রানা দেব সেক্রেটারি প্রশান্ত ঘোষ ছ য় জন কার্যকারি মেম্বার রয়েছে।আজকের মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্ব ভারতীয় বি জে এম সির সম্পাদক অর্নব চাট্রাজী,সর্ব ভারতীয় অফিস সেক্রেটারি দিলীপ সাহ সাধারণ সম্পাদক সুজিত সাহা এবং বক্সনগর মনডল সভাপতি সুভাষচন্দ্র সাহা ব্লক বাইচ চেয়ারম্যান এরশাদ মিয়া এবং নজরুল ইসলাম সহ আরো অন্যান্য শাখা সংঘটনের নেতৃত্বও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

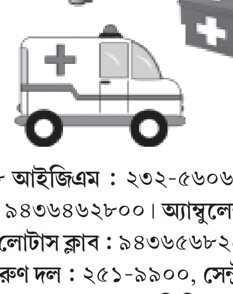

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিশু সন্তানের চিকিৎসা করাতে সহায়তা চাইল বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ আগস্ট।। শিশু সন্তানের চিকিৎসা করাতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সংবাদ মাধ্যমের নিকট মানবিক আবেদন নিয়ে কাতর কণ্ঠ জন সমক্ষে তুলে ধরলেন। ছোট্ট ছেলে সন্তানের অপারেশনের জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়ার আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরেও মেলেনি সাহায্য। অবশেষে সাহায্য পাওয়ার আশা নিয়ে দ্বারস্থ সংবাদমাধ্যমে। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন পশ্চিম খুপিলং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আশু মিঞার ১৪ মাসের শিশু সন্তান চিকিৎসার অভাবে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে পতিত হচ্ছে। জন্মানোর কয়েকদিনের মাথায় ছোট্ট জামালের পেটের সমস্যা দেখা দেয়। জামালের বয়স যখন মাত্র ১৪ দিন তখন আগরতলা জিবি হাসপাতালে তার পেটের অপারেশন করানো হয়। সেই সময় জামাল কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেও ডাক্তার বলেদেন, ৯ মাসের মধ্যে ছোট্ট জামালকে আবারও অপারেশন করাতে হবে তবে সেই অপারেশন করাতে হবে বঃহি রাজ্যে এবং খরচ লাগবে আড়াই লক্ষ টাকা।

জামালের বয়স বর্তমানে ১৪ মাস টাকার অভাবে করানো হয়নি তার অপারেশন। হতদরিদ্র, দিন আনি দিন খাই এর সংসারে খেয়ে বেঁচে থাকাটাই যেন একটা যুদ্ধ। তার উপর আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করে কি করে করবে ছেলের অপারেশন এই কথা ভেবে ভেবে দিন অতিবাহিত করছে হতদরিদ্র পিতা আশু মিঞা। সাহায্য প্রার্থনা করে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে দ্বারে দ্বারে ঘুরেও হাতে এসেছে শুধু নিরাশা আর নিরাশা। নিরাশা থেকে হতাশা। ডাক্তার অপারেশনের জন্য যে সময়সীমা দিয়েছেন তা ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে। অতি দ্রুত যদি অপারেশন না করানো হয় তবে ছোট্ট জামালের ভবিষ্যৎ করুন হতে পারে। বঃহি রাজ্যে নিয়ে ছেলের অপারেশন করানোর মত সাধ্য নেই পরিবারটির। সরকার যদি মানবিক মুখ নিয়ে পরিবারের দিকে তাকায় তাহলে ছোট্ট জামাল ফিরে পাবে তার নতুন ভবিষ্যৎ, বেঁচে যাবে দরিদ্র পরিবারটি। এই আশায় বুক বাধছেন অভিভাবক মহল।

খোয়াইয়ে প্রতিবেশীর দ্বারা আক্রান্ত এক পরিবারের তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২১ আগস্ট।। প্রকাশ্য দিবালোকে খুনের চেষ্টা এক পরিবারের তিন সদস্যকে/ বারবিলগ্রামে গবাদিপশু চড়ানোর কেন্দ্র মোড় নিল ঝগড়ার, আর এতেই ইট পাটকেলের আঘাতে এক পরিবারের তিন সদস্যকে রক্তাক্ত করা হয়। ঘটনা শুক্রবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ খোয়াই থানাধিন বারবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আহত মিন্টু লাল দেব (৫১), স্ত্রী নীলিমাদের (৪২) পুত্র মান্না দে (১৭)।এলাকাবাসী এক পরিবারের তিন জনকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বারবিল গ্রামপঞ্চায়েত দুই নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা জনৈক মিন্টু লাল দেবের গবাদি পশু এদিন বিকেলে পাড়ারই একটি পরিত্যক্ত জমিতে চড়ে ঘাস খাচ্ছিল। তখনই সেটা দেখতে পেয়ে ঐ জমির মালিক পংকজ দেব তৎক্ষণাত তার প্রতিবেশী মিন্টুলাল দেবের বাড়ি লক্ষ্য করে অনবরত ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারতে থাকে বলে অভিযোগ। ঘরে ইটপাটকেলের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে মান্না দেব বেরিয়ে আসতে তার মাথায় ডিল পড়ে। ছেলেকে বাঁচাতে দৌড়ে আসে তার মা নীলিমা দেব। নীলিমা দেবের মাথায় বিরাট চোট লাগে। আহত হন মিন্টু লাল দেব। এলাকাবাসীরা ছুটে এসে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় তিনজনকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে এনে তিনজনেরই চিকিৎসা করাতে হয় বলে জানা গেছে।নীলিমা দেবের মাথা ফেটে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ায় মাথায় আটটি সেলাই দিতে হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত পুলিশে কোন অভিযোগ জমা পড়ার খবর নেই।

স্কুলের বাউন্ডারি নির্মাণ করে দিল ওটিপিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ আগস্ট।। ও টি পি সি পালাটানার সহযোগিতায়দীর্ঘ দিনের দাবি পূরন হলো পোলট্রি রোড স্থিত ইষ্ট আর কে পুর গালর্স স্কুলের।দীর্ঘ বহু বছর যাবত উদয়পুর ইস্ট আর.কে. পুর গার্লস স্কুলের কোন বাউন্ডারি ওয়াল ছিলনা। এর ফলে রাতের অন্ধকারে সমাজদ্রোহিরা বিদ্যালয় প্রবেশ করে ক্লাস রুমের সামনে নেশা জাতীয় দ্রব্য নিয়ে আড্ডা জমে উঠতো। বিভিন্ন সময়ে মেয়েদের বিভিন্ন কায়দায় উৎপাত করতো, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দরজা জানালা ভেঙে দিতো। বিদ্যালয়ে বনমহোৎসবের সময় লাগানো বিভিন্ন গাছ নষ্ট করে দিতে গবাদি পশুর দল। পরবর্তী সময় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদয়পুরের ওটিপিসি নিকট আবেদন করে বিদ্যালয়ের একটি বাউন্ডারি ওয়ালের জন্য। সেইমতো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছিল নতুন দেওয়াল তৈরীর কাজ। লাগানো হয়েছে একটি নতুন লোহার গেইট। শনিবার দুপুরে ইস্ট আর কে পুর বালিকা বিদ্যালয় নতুন পাকা দেওয়ালের ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করেন ওটিপিসি আধিকারিকরা। পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওটিপিসি অধিকারী প্রভাত চন্দ্রা বলেন , ওটিপিসি শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন করে না। তার সাথে সাথে নতুন সমাজ তৈরীর কাজ করে থাকে তারা। কোভিড পরিস্থিতিতে বালিকা বিদ্যালয় বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ খুব জরুরী ভিত্তিতে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং দ্রুত সম্পন্ন করা হয়েছে। এই বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ক্ষেত্রে এই স্কুলের ইনচার্জ সমরজিৎ তারণ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বলে তিনি জানান। এছাড়া এদিন উপস্থিত ছিলেন ওটিপি সি এম ডি সুনীল নম বোদরীপাদ , উদয়পুর পৌর পরিষদের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা এসএমসি কমিটির সদস্য জয়ন্ত সাহা ও ডিজিএম তাপস ভৌমিক সহ আরো অনেকে। এই বিদ্যালয়ের নতুন বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করে দেওয়ার জন্য খুশি উদয়পুরের শিক্ষা অনুরাগী মহল থেকে শুরু করে পোলট্রি রোড এলাকার জনগণ সহ ছাত্র ছাত্রীরা।

বিভিন্ন দাবীতে বিলোনীয়ায় এসএফআই'র মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া ২১ আগস্ট।। আজ সকাল ১১ ঘটিকায় সিপিএম বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিস থেকে বিলোনিয়া ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এক মিছিল সংঘটিত করা হয় ,মিছিল শেষে পথসভায় উপস্থিত ছিলেন এসএফআই রাজ্য কমিটির সম্পাদক সন্দীপন দেবএবং বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার সহ বিলোনিয়ার ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং রাজ্য কমিটির সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন অতিসত্বর ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মীদের শতভাগ টিকাকরণ নিশ্চিত করে অতি দ্রুত কোভিড বিধিকে মান্যতা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা চালু করতে হবে ,এবং বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা অংশের ডিজিটাল শিক্ষা পদ্ধতি অংশ হিসেবে যে মোবাইলের মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে একটা অংশের ছাত্রছাত্রী কিছুটা সুফল পেলেও সমাজের একটা অংশ ছাত্র-ছাত্রী এ থেকে অনেকটা দূরে পড়ে আছে নাই তাদের কোন মোবাইল নাই কোন নেটের ব্যবস্থা, সরকার যদি এই পদ্ধতিকে সার্বিক ভাবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল এর ব্যবস্থা অতিসত্বর করতে হবে, না হলে এই ডিজিটাল বিভাজন অতিসত্বর বন্ধ করার দরকার বলে তিনি মনে করেন।

১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ আগস্ট।। ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন দিলো উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের নিকট শনিবার উদয়পুর বিভাগের ১০৩২৩ সংগঠনের ছয়জনের একটি প্রতিনিধি দল ১০৩২৩ এর বর্তমান সমস্যাকে সামনে রেখে উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। চাকুরির স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংক থেকে তাদের নেওয়া ঋনের কিস্তি স্থগিত রাখ সহ যে সকল ব্যক্তি বর্গ গ্যারান্টার হয়েছিলেন তাদের বেতন আটকে রেখে তাদেরকে যে হয়রানি করা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া ব্যাঙ্ক চাকুরী চ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকা পারিবারগুলির সম্পত্তির উপর ব্যাঙ্ক যে হস্তক্ষেপ করছে সে বিষয়ে প্রতিনিধিদলটি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এ গুলো বন্ধে দ্রুত সরকারের হস্তক্ষেপের দাবী জানান। আজকের এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সঞ্জিত দাস, সুকান্ত ভৌমিক, জয়ন্ত সরকার, রাজু মিঞা ও অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষক পার্থ প্রতিম রায় বলেন, ইতিমধ্যে তাদের ১০৬ জন সহযোদ্ধা চাকুরি চ্যুতির ফলে মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তারা ১০৩২৩ পরিবার থেকে আর একটি সদস্যকেও হারাতে চান না। পাশাপাশি মহকুমা শাসকের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের সদার্থক আলোচনা হয় বলে জানান তারা। ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠন সরকারের দিক থেকে মানবিক সহায়তা আশা করছে।

সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বহি:রাজ্যের বিজেপি নেতাদের সন্তানদের চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, বছরে ৫০ হাজার চাকুরীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু, এখন প্রচুর মানুষ চাকুরী হারাচ্ছেন। তাই, আজ আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলনে সামিল হয়েছি। তাঁর হুশিয়ারী, চাকুরী কোথায় তার জবাব দিতে না পারলে ১৮ মাস পর বর্তমান সরকারকে টেনে হিচড়ে গদি থেকে নামানো হবে। হিন্দুস্থান সমাচারঙ্ঘসন্দীপ

সভাপতির

● প্রথম পাতার পর

তাতে, আপাতত ত্রিপুরা নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত এআইসিসি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির ইস্তফার খবরে দেশ জুড়ে দারুন শোরগোল পড়েছিল। তিনি অন্য দলে যোগদান করবেন এমনও চর্চা শুরু হয়েছিল। তবে, সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন ত্রিপুরায় কংগ্রেসের নতুন প্রভারী।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত সায়নী ঘোষ আসলে ডাক্তার বিকাশ রায়ের ভাইপোসহ এলাকার একজন যুবক তাকে দেখতে এসেছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই চিত্র লক্ষ্য করেই তাদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়েছে বলে সুবল বাবু অভিযোগ করেন। এত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আবারো প্রমাণিত হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মৃত্যুহীন

● প্রথম পাতার পর

১১৪০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮১৯৪১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৯৯৫৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৮২ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৭.৬৫ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে কোন মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৮২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৪৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৭ জন, গোমতি জেলায় ১৭ জন, ধলাই জেলায় ৩ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১০ জন, উনকোটি জেলায় ১৪ জন এবং খোয়াই জেলায় ৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

বিয়ের

● আটের পাতার পর

শুভশ্রী জানায় আমি বুঝতে পারিনি। দেখা করতে গিয়েছিলাম বিষয়টি কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিল্টু আমাকে জোর পূর্বক গাড়িতে তুলে অন্যত্র নিয়ে যায়। দেখা করতে গিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিল্টু আমাকে জোর পূর্বক গাড়িতে তুলে অন্যত্র নিয়ে যায়। বিয়ে করানো হয়। হুমকি দিয়ে পরে বাধ্য হয়ে থাকতে হচ্ছে বিল্টুর সঙ্গে। এভাবে কেটেছে ১৭ দিন। এখন দেখার বিষয় নাবালিকা বউয়ের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে।

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

চেষ্টা করে। নয়ন পেশায় একজন রাজমিস্ত্রী। কাজ থেকে বাড়িতে আসার পর এলাকার শাসকদলের নেতারা বাড়ি থেকে নয়নকে ডেকে এনে সালিশী সভার নাম করে মারধর করে এবং চুরি সংঘটিত করেছে বলে স্বীকার উক্তি নেওয়ার জন্য হাতের আঙ্গুলে সুঁই ফুটিয়ে দেয়। এরপর যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে চুরি করেছে বলে স্বীকারোক্তি দেয় নয়ন। অপরদিকে সালিশী সভা চলাকালীন সময়ে ঘটনার খবর পেয়ে বিলোনীয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও নয়নকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় নি এলাকার মাতব্বররা এমনই অভিযোগ নয়নের।পরবর্তী সময়ে এলাকার শাসক দলের মাতব্বররা পুলিশকে খবর দিয়ে, নয়ন বসুকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। জানা যায়, গত বুধবার আমজাদ নগরের ধুলাস চৌধুরীর মুদির দোকান চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ধুলাস চৌধুরীর মুদির দোকানে নয়ন বসু চুরি করেছে বলে এলাকার শাসকদলের মাতবররা চক্রান্ত করে ফাসিয়েছে বলে অভিযোগ নয়নের।

দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

দাস নামের অটোচালক ধর্মনগর বি এম এস সেক্রেটারি রূপক পালকে অবগত করে। কিছুক্ষণ পর বিএমএস সেক্রেটারি রূপক পাল নোয়াপাড়া অটোর স্ট্যান্ডে মদমত্ত অবস্থায় এসে কদমতলা অভিমুখী প্রতিটি অটোকে স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। আগামী দিনেও নয়াপাড়া স্ট্যান্ডে কদমতলার কোন অটো না ঢোকার জন্য হুঁশিয়ারি দেন। পিন্টু পালকে অটো স্ট্যান্ডের অফিস গৃহে গ্রিল বন্দি করে মারধর করার চেষ্টাও করেন সেক্রেটারি রূপক পাল।এমনটাই অভিযোগ অন্যান্য অটোচালকদের। তারই প্রতিবাদে এদিন সকাল ৫ টা থেকে কদমতলা অটো স্ট্যান্ড থেকে কোন অটো ধর্মনগরের দিকে না যাওয়ায় ভোগান্তির শিকার স্থানীয় যাত্রীসাধারণ। অটো চালকদের অভিযোগ দুই অটোচালকের মধ্যে সমস্যা হয়েছিল তা বিএমএস সেক্রেটারি বসে সমাধান করতে পারতেন। উনি কেন কদমতলার সবকটি অটো গুলো স্ট্যান্ড থেকে বের করে দিলেন এবং হুঁশিয়ারি দিলেন কোনদিন যাতে কদমতলার অটো ধর্মনগর নোয়াপাড়া স্ট্যান্ডে না আসে। অটো চালকরা আরও অভিযোগ করে বলেন, ধর্মনগরের বিএমএস সেক্রেটারি রূপক পাল আরো পাঁচ থেকে ছয় বার এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত করেছেন। সংগঠন বা দল উনার প্রতি কোনো বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ। যদি এই সমস্যার স্থায়ী কোন সমাধান না হয় তাহলে কদমতলা থেকে ধর্মনগরের দিকে কোন যাত্রীবাহী গাড়ি যেতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন কদমতলার অটোচালকেরা।ঘটনার খবর পেয়ে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার কদমতলা মোটর স্ট্যান্ডে উপস্থিত হয়ে উভয়ের সাথে মীমাংসার চেষ্টা শুরু করেছেন। এখন দেখার বিষয় অটোচালকদের স্থায়ী কোনো সমাধান ওসি কৃষ্ণধন সরকার বের করতে পারেন কিনা।

জনগণ

● আটের পাতার পর

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

এদিকে ভুক্তভোগী জনগণের অভিযোগ, উনারা মাসের-পর-মাস ধর্মনগর ফুড অফিসে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ঘুরপাক খাচ্ছেন। কিন্তু ফুড অফিসে এক শ্রেণীর দালাল মারফত মোটা অংকের বিনিময়ে রাতারাতি রেশন কার্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অভিযোগ আনেন স্থানীয় জনগণ। আর যে সকল সাধারণ জনগণ মোটা অংকের অর্থ দিচ্ছেন না তাদেরকে অযথা বিভ্রান্ত ও হয়রানি করা হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ। তাই সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তিক্ত দৃষ্টি রাখুক। অন্যতায় সাধারণ জনগণ চিরাচরিতভাবে বরাবরই ধর্মনগর ফুড অফিসের কতিপয় কর্মচারী দ্বারা হয়রানির শিকার হবেন।

অপরদিকে কিছুদিন পূর্বে উপাধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরে বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন এক শ্রেণীর দুষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তার জলজ্যান্ত প্রমান আজ পরিলক্ষিত হল ধর্মনগর ফুড অফিসে। মূলত কতিপয় কর্মচারী রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট ও বদনাম করার লক্ষ্যে এ ধরনের কার্যকলাপ করে চলছে।

আমানতকারীরা

● প্রথম পাতার পর

জমা করতে এলে ব্যাঙ্ক কর্মচারী মনোজ কুমার মিনা গ্রাহকদের জাল সার্টিফিকেট দিয়ে গ্রাহকদের টাকা হাপিজ করে বলে অভিযোগ।

এভাবে ধর্মনগর স্টেট ব্যাঙ্ক শাখার প্রায় দশের অধিক গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় কোটি টাকার উপর আত্মসাৎ করে ওই মনোজ কুমার মিনা নামে ব্যাংক কর্মচারী। ২০১৯ সালে অভিযুক্ত প্রতারক ব্যাংক কর্মচারী ধর্মনগর শাখা থেকে বদলি হয়ে যায়। এদিকে মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা জমা রাখা গ্রাহকরা যখন ব্যাংক থেকে তার জমাকৃত টাকা তুলতে আসে তখন লক্ষ্য করে তাদের একাউন্টের মিউচুয়াল ফান্ডে কোনো টাকা জমা পড়েনি।

গ্রাহকরা ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলে বর্তমান ধর্মনগর এসবিআই শাখার ম্যানেজার শৈবাল রায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। প্রশাসন কর্তৃক সি আই ডি ক্রাইম ব্রাঞ্চ দিয়ে তদন্ত শুরু হলে উঠে আসে ব্যাংক কর্মচারী মনোজ কুমার মিনার নাম। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে রাজস্থান থেকে গ্রেফতার করে আনে। বর্তমানে মনোজ কুমার মিনা বিচারাধীন অবস্থায় জেল হেফাজতে রয়েছে।

ম্যানেজার শৈবাল রায় জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে অভিযুক্ত মনোজ কুমার মিনা কতৃক প্রতারিত ৯, ১০ জন গ্রাহকের প্রায় কোটি টাকার উপর অর্থ রাশি ফিরিয়ে দিয়েছে ব্যাঙ্ক। শুক্রবার ১ বৃদ্ধা একই রকম ভাবে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর আগে মিউচুয়াল ফান্ডে জমা রাখা অর্থরাশী তুলতে এসে দেখতে পান ঐ বৃদ্ধাও একই প্রতারণার শিকার। ম্যানেজার শৈবাল বাবু অবশ্য ওই মহিলার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি ব্যাংক ম্যানেজার আরও জানিয়েছেন গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।এখন অব্দি প্রতারিত গ্রাহকদের প্রায় ৯০ শতাংশ টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রতারিত বাকি গ্রাহকদের পাওনা টাকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মিটিয়ে দেবে। তাতে আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন প্রতারিত গ্রাহকরা।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় প্রত্যক্ষ করে অবৈধ কাঠ বোঝাই মারুতি গাড়ি আসছে। বনকর্মীরা গাড়িটির পিছু দাওয়া করে এবং ৩৯মাইল এলাকায় এসে বনকর্মীরা গাড়িটি আটক করে। এতেই আসে সাফল্য। পড়ে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা আটককৃত অবৈধ কাঠ সহ গাড়িটিকে তেলিয়ামুড়াস্থিত গামাই বাড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসে।

এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া বনদফতরের এক আধিকারিক জানান, গাড়ি এবং গাড়িতে থাকা অবৈধ চেরাই সেগুন কাঠের বাজারমূল্য প্রায় আনুমানিক ৮০হাজার টাকা হবে। তিনি আরো জানান, অবৈধ কাঠ বোঝাই মারুতি গাড়িতে থাকা চালক ও এক ব্যক্তি ঘন বনাঞ্চলের দিকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অফিস সূত্রে খবর একই রাতে ঘন বনাঞ্চলে বহুমূল্যবান সেগুন কাঠ ৫টি গাড়িতে লোডিং করা হলে বনকর্মীদের নাকের ডগা দিয়ে ৪টি গাড়ি বন কর্মীদের হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে যায়।

একটি গাড়ি বনকর্মীরা আটক করে নিয়ে আসে লোক দেখানোর জন্য।এমনটাই ৪৮মাইল,৪৭মাইল,৪৩মাইল,৪১মাইল,৩৯মাইল সহ জুমবাড়ী এলাকা সূত্রে খবর। উক্ত এলাকাগুলিতে কান পাতলে এও শোনা যায়, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়িতে থাকা চালক ও গাড়িতে থাকা সহ চালককে পালিয়ে যাওয়ার জন্য এক প্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় বনকর্মীরা, এমনটাই এলাকা সূত্রে খবর।

কংগ্রেস

● আটের পাতার পর

পাশ হয়।সাথে বাকি ৫৪ টি নামও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় রাখার জন্য গ্রাম সংসদে প্রস্তাব উঠে। তারপরও কিভাবে গ্রাম সংসদে পাশ হওয়া নামের তালিকা থেকে ১৭ জন বেনিফিশিয়ারির নাম বাদ যাচ্ছে তা নিয়ে ব্লক কংগ্রেস পঞ্চায়েত সচিবের নিকট লিখিত আকারে একটি ডেপুটেশন প্রদান করে।

সাথে গোটা ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট তদন্তের আর্জি জানান ব্লক কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা। কংগ্রেস নেতৃত্বরা অভিযোগ করে বলেন, একটি দুষ্টচক্র মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সাধারণ জনগন ও রাজ্য সরকারকে হেনস্থা করার প্রয়াস চালাচ্ছে।এদিকে পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব রমেন্দ্র রিয়াং বলেন, পিএমএওয়াই প্রকল্পের তালিকা অনুযায়ী ১৪৯ জন কাঁচা ঘরের বসবাসকারীদের মধ্যে থেকে ১৭ জনের বিরুদ্ধে ঘর না দেওয়ার অভিযোগ আনা হয় ভিডিওর নিকট। ভিডিও অভিযোগটি গ্রাম সংসদে উত্থাপন করার কথা বললেও ১৪ আগষ্ট কোনধরনের অভিযোগ করা হয়নি ১৭ টি নামের বিরুদ্ধে। তাছাড়া সচিব কংগ্রেস দলের লিখিত প্রতিলিপিটি তাঁর উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন বলেও জানান।

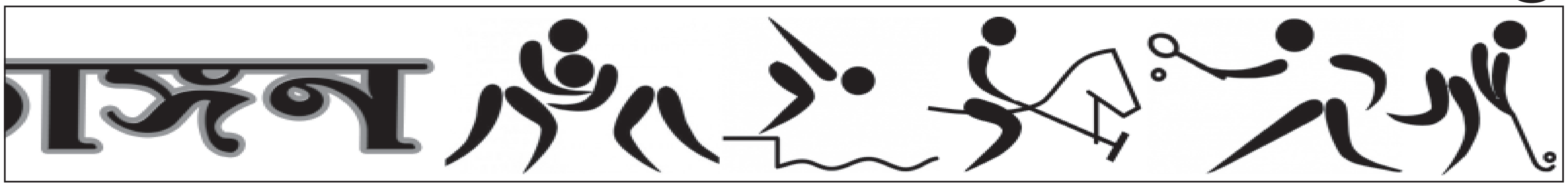

এএফসি কাপের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় অধরা বেঙ্গালুরুর, বসুন্ধরার সঙ্গে গোলশূণ্য ড্র

দোহা, ২১ আগস্ট (হি.স.) : এএফসি কাপের গ্রুপ ডি"র প্রথম ম্যাচে স্বদেশী এটিকে মোহনবাগানের কাছে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় অধরা থাকল সুনীলদের। ম্যাচে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখলেও গোল খুঁজে পায়নি মার্কো পেজ্জইউলির ছেলেরা। নিস্প্রভ লেগেছে অধিনায়ক সুনীলকেও।
এএফসি কাপের নকআউট পর্বে যেতে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় ভীষণ জরুরি সুনীলদের কাছে। প্রতিপক্ষ ও বেশ কঠিন। বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব বসুন্ধরা কিংস। সে দেশের ফুটবলে কার্যত অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা দলটির চালিকা শক্তি তার বিদেশীরা। আক্রমণভাগে লাতিন জুটি ব্রাজিলের রবসন দ্য সিলভা ও আর্জেন্তিনার বেসেরার পাশাপাশি মাঝমাঠে দায়িত্ব নিয়ে খেলেন জোনাথন ফার্নান্ডেজ। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ৫৫টি গোল করেছে বসুন্ধরা কিংস, হজম করেছে মাত্র ৯টি। এএফসি কাপেও শুরুটা ভালোই করেছেন অস্কার ব্রুজোনের ছেলেরা। আয়োজক মলদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টসকে ২-০ হারিয়ে এখন আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় বসুন্ধরা কিংস।মলদ্বীপের রাজধানী মালের জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুটা আক্রমণাত্মক করেছিলেন মার্কো পাজ্জেইউলির ছেলেরা। অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় বসুন্ধরা কিংস। প্রথমার্ধের শেষ হয় গোলশূন্য ভাবে। দ্বিতীয়ার্ধে ছন্দে ফেরে বেঙ্গালুরু। একের পর এক আক্রমণ আছড়ে পড়তে থাকে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন দল বসুন্ধরা কিংসের অর্ধে। তাদের বিদেশী ত্রয়ীকে তখন খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। বেঙ্গালুরুর কোচ একাধিক পরিবর্তন করে মাঠে নামিয়েছিলেন প্রতীক চৌধুরী, লিওন অগাস্টিনদের। তাদের দৌড়ের সামনে কার্যত অসহায় লেগেছে তপু বর্মণদের। বাংলাদেশের দলটির গোলরক্ষক আনিসুর কয়েকটি নিশ্চিত গোল না বাঁচালে এক পয়েন্ট নিয়েও ফিরতে পারতেন না অস্কার ব্রুজোন। বসুন্ধরার প্রথম অর্ধের দুরন্ত ফুটবল হারিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে দ্বিতীয় অর্ধে। অন্যদিকে চিন্তা রয়ে গেল বেঙ্গালুরু কোচ মার্কো পেজ্জাইউলির জন্যেও। প্রথম ম্যাচে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ড্র।

পিচ রোলার চুরি ! বিসিসিআইয়ের সাহায্য চাইলেন পারভেজ রসুল

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : পিচ রোলার চুরির অভিযোগ নিয়ে এবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দ্বারস্ত হলেন পারভেজ রসুল। জম্মু এবং কাশ্মীরের ক্রিকেটার জানালেন, তাঁকে অপরাধী বানানোর চক্রান্ত চলছে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি বোর্ডের হস্তক্ষেপ চান। এক সাক্ষাৎকারে রসুল বলেছেন, "ওরা পুলিশি ব্যবস্থার কথা বলেছে। ওরা কি তাহলে এখানে আমাকে অপরাধী বানানোর জন্যেই এসেছে। ওদের মানসিকতা আমার কাছে খুব একটা সুবিধের লাগছে না।"
তাঁর দাবি, নেটমাধ্যমে জম্মু এবং কাশ্মীর ক্রিকেট সংস্থার (জেকেসিএ) এক আধিকারিক তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানোর কথাও লিখেছিলেন।
পরে তা মুছে দিলেও সেই মন্তব্যের স্ক্রিনশট রয়েছে রসুলের কাছে। তিনি বলেছেন, "আমি কী অপরাধ করেছি, যে ফাঁসিতে ঝোলানোর কথা বলা হচ্ছে। আমার ফোন নম্বর ওদের কাছে রয়েছে। কোনও সমস্যা হলে এক বার ফোন করে নিতে পারে। কিন্তু আমাকে অপরাধী বানানোর জন্যেই ওরা বোধ হয় উঠেপড়ে লেগেছে।"
রসুল আরও বলেছেন, "রোলার তো আর টেনিস বল নয় যে পকেটে নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াব। জানি না কেন আমার বিরুদ্ধে এসব করা হচ্ছে। ওদের দাবি আমাকে নাকি দ্বিতীয় বার নোটিস পাঠানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম বার কোনও নোটিস আমি পাইনি। তাহলে দ্বিতীয় বারের প্রশ্ন উঠছে কোথা থেকে?"
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন জাতীয় দলে রাজ্যের ক্রিকেটার পারভেজ রসুলের বিরুদ্ধে পিচ রোলার চুরির অভিযোগ আনে। এই র্মমে ভারতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারকে নোটিসও ধরিয়েছে জেকেসিএ। এমনকী পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে জেকেসিএ। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সোনাজয়ী নীরজকে সম্মান, ভারতীয় সেনার স্টেডিয়াম তাঁর নামে নামকরণ

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিক্সে সোনা জিতে গোটা দেশকে গর্বিত করেছেন নীরজ চোপড়া। এবার তাঁকে সম্মান জানাতে চলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনি। নীরজের নামে একটি স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হতে চলেছে।
জানা গিয়েছে, পুণেতে সাদার্ন কমান্ডের আর্মি স্পোর্টস ইন্সটিটিউটের নামকরণ করা হবে নীরজের নামে। আগামী ২৩ আগস্ট প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন। সেনাবাহিনীর প্রধান এমএম নরবণে এবং সাদার্ন আর্মি কমান্ডারের লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেএস নৈনেরও হাজির থাকার পাশাপাশি নীরজ নিজেও হাজির থাকবেন। স্টেডিয়ামের নাম বদলে "নীরজ চোপড়া আর্মি স্পোর্টস স্টেডিয়াম" রাখা হবে। সেনাবাহিনির তরফে এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক মানের এই স্টেডিয়ামে প্রতিদিন বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ অনুশীলন করেন। স্টেডিয়ামের পরিকাঠামোরও সম্প্রতি উন্নতি করা হয়েছে। এই স্টেডিয়ামে ৪০০ মিটারের সিন্থেটিক ট্র্যাকের পাশাপাশি দর্শকদের খেলা দেখার জন্য গ্যালারিও রয়েছে।
নীরজ নিজে ভারতীয় সেনাবাহিনিতে কর্মরত। ক্রীড়াজীবনের শুরুর দিকে এই স্টেডিয়ামে তিনি অনুশীলনও করেছেন। তাই সোনা জেতার পর তাঁর নামে স্টেডিয়ামের নামকরণ করে নীরজকে উপহার দিতে চাইছে সেনাবাহিনী। অনুষ্ঠানে সেখানকার ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করবেন নীরজ।

অনূর্ধ-২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিক বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতল ভারত

নাইরোবি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : ফের বিশ্ব অ্যাথলেটিকে উজ্জ্বল হল ভারতের নাম। অলিম্পিকে নীরজ চোপড়ার সোনার পর অনূর্ধ-২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিক বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে রোপো জিতল ভারত। শনিবার ১০ কিলোমিটার রেস ওয়াকে রুপো জিতলেন ভারতের অ্যাথলেটিক অমিত খাতরি।
শনিবার কেনিয়ার নাইরোবিতে অনূর্ধ ২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিকে অমিত ১০ হাজার মিটার হাঁটায় সময় নেন ৪২:১৭.৯৪ মিনিট। রুপো জিতলেও সোনা জয়ের সুবর্ণ সুযোগ ছিল অমিতের সামনে। শেষ দুটি ল্যাপের আগে পর্যন্ত শীর্ষে ছিলেন অমিত। কিন্তু শেষ দুটি ল্যাপে তাঁকে টপকে যান কেনিয়ার হেরিংস্টোন ওয়ানওনি। সেইসময় জলপানের বিরতি নিয়েছিলেন অমিত। যে সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুটা আক্ষেপ আছে ক্রীড়া মহলের। শেষপর্যন্ত ৪২ মিনিট ১৭.৯৪ সেকেন্ডে রেস শেষ করে রুপো জেতেন অমিত। ৪২ মিনিট ১০.৮৪ সেকেন্ডে সোনা জিতে নেন হেরিংস্টোন। অন্যদিকে, ৪২ মিনিট ২৬.১১ সেকেন্ড শেষ করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন স্পেনের পল ম্যাকগ্রাথ। সোনা এবং ব্রোঞ্জজয়ী নিজেদের কেরিয়ারের সেরা সময় করেন।
এই বছরের জানুয়ারিতে জাতীয় রেকর্ড করেছিলেন অমিত। জুনিয়র ফেডারেশন কাপে ৪০:৪০.৯৭ মিনিট সময় করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। বিশ্ব জুনিয়র অ্যাথলেটিকে মহিলাদের ১০ হাজার মিটার হাঁটায় ভারতের বলজিৎ কৌর সপ্তম স্থানে শেষ করেন।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

টানা খেলার ক্লান্তি কাটাতে মিডফিল্ডার পেদ্রিকে বিশ্রাম দিতে চলেছে বার্সা

বার্সালনা, ২১ আগস্ট (হি.স.) : টানা ম্যাচ খেলার ক্লান্তি কাটাতে মিডফিল্ডার পেদ্রি গঞ্জালেজকে বিশ্রামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে কারণে শনিবার স্প্যানিশ লিগের আটলেটিকো বিলবাও-এর বিরুদ্ধে ম্যাচটি হয়ে গেলে, তাঁকে দু"সপ্তাহের ছুটি দিচ্ছেন বার্সা কোচ রোনাল্ড কোম্যান। উয়েফা ইউরো এবং টোকিও অলিম্পিক্সের জন্য নিজের দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তার আগে গত মরশুমে বার্সেলোনার হয়ে একটি ম্যাচ ছাড়া লিগের বাকি সব ম্যাচ খেলেছেন বার্সেলোনার তরুণ মিডফিল্ডার পেদ্রি গঞ্জালেজ। টানা ম্যাচ খেলার ক্লান্তি কাটাতে মিডফিল্ডার পেদ্রি গঞ্জালেজকে বিশ্রামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বার্সা কোচ রোনাল্ড কোম্যান বলেন, 'আমাদের এই সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছে, কারণ টানা খেলার ফলে নভেম্বর, ডিসেম্বরে গিয়ে ওর কোনও শারীরিক সমস্যা হোক, সেটা আমরা চাই না। এই মরশুমেও টানা যে ভাবে ম্যাচ খেলেছে, সে ভাবে খেলা কার্যত অসম্ভব। তার উপর গরমকালে দু"টো টুর্নামেন্টেও খেলেছে।'
গত বছর বার্সেলোনার জার্সিতে অভিষেক হওয়ার পরে ১৮ বছরের পেদ্রি ক্লাব এবং দেশ মিলিয়ে মোট ৭৪টি ম্যাচ খেলেছেন। স্পেনকে ইউরোর সেমিফাইনালে উঠতে সাহায্য করেছেন। এবং টোকিও-তে ফাইনালে উঠতে সাহায্য করেছিলেন তিনি। যদিও অলিম্পিক্সের ফাইনালে ব্রাজিল জেতে। রুপো পায় স্পেন। আবার ফিরেই গত সপ্তাহের শেষে এই মরশুমে বার্সেলোনার প্রথম ম্যাচেও খেলেছেন। সেই কারণেই তাঁকে ছুটিতে পাঠানো হচ্ছে। তবে দু"সপ্তাহের ছুটিতে থাকার জন্য গেটাফে এবং সেভিয়ার বিরুদ্ধে দু"টো ম্যাচে অংশ নিতে পারবেন না পেদ্রি।

দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেতে মরিয়া সবুজ-মেরুন ব্রিগেড

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : এএফসি কাপের প্রথম ম্যাচেই বেঙ্গালুরুকে হারানোর পর রীতিমতো উদ্বুদ্ধ হয়ে আছে এটিকে মোহনবাগান শিবির। শনিবার মলদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশনকে হারাতে পারলে এএফসির পরের রাউন্ডে যাওয়ার দিকে অনেকটা এগিয়ে যাবেন রয় কৃষ্ণরা।
প্রথম ম্যাচে ভারতীয় ফুটবলের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বেঙ্গালুরু এফসিকে হারালেও, সারা ম্যাচে বল পজেশন কিন্তু বেশ ভালই ছিল সুনীল ছেত্রীদের। তবু হাবাসের দলের অনায়স জয় পেতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। এবার মলদ্বীপের দলের বিরুদ্ধে একটা জয় যে তাঁকে গ্রুপ "ডি" থেকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে দেবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মাজিয়া স্পোর্টসের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার আগে এটিকে মোহনবাগান কোচ হাবাস পরের রাউন্ডে যাওয়া নিয়ে কোনও আলোচনা শুনতেই রাজি নন। তাঁর মাথায় শুধুই শনিবারের মাজিয়া স্পোর্টস।
শনিবার এটিকে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ মাজিয়া স্পোর্টসের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, ঘরের মাঠে খেলতে নামবে তারা। তবুও ধারে ভারে মাজিয়া স্পোর্টসের থেকে অনেকটাই এগিয়ে হাবাসের দল। কিন্তু ম্যাচ শুরুর আগে নিজেদের সামান্য এগিয়ে রাখতে চান না এটিকে মোহনবাগান কোচ।

আচমকা পদত্যাগ আরসিবি দলের হেড কোচের

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার জোড়া পরিবর্তনে চমকে দিল আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি আরসিবি। অজি স্পিনার জাম্পার পরিবর্তে আরসিবি সই করালো ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে। হাসারাঙ্গাকে যে আরসিবি নিতে চলেছে, তা আগেই ঠিক ছিল। তবে আরসিবি হেড কোচ সাইমন কাটিচ পদত্যাগ করে বড়সড় আলোড়ন ফেলে দিলেন। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে শনিবারই সরে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর পরিবর্তে হেড কোচ হলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ডিরেক্টর মাইক হেসন।
সেই সঙ্গে ড্যানিয়েল স্যামস এবং ফিন এলেনের বদলে আরসিবি স্কোয়াডে ঢুকলেন শ্রীলঙ্কার দুষ্মন্ত চামিরা এবং টিম ডেভিস। আইপিএলের সময়ে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে ব্যস্ত থাকবেন ফিন এলেন এবং স্কট কুগলেজেন। কেন রিচার্ডসন এবং ড্যানিয়েল স্যামসকে পাওয়া যাবে না টুর্নামেন্টে। কিছুদিন আগেই ভারতের বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের সিরিজে নজর কেড়েছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ৭ উইকেট দখল করেন তিনি। সিরিজের সেরাও হন। তারপর থেকেই একাধিক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির নজরে ছিলেন তিনি। তারপরেই এদিনের বড় ঘোষণা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO : 14/EE/KLSD/2021-22 Dt. 20-08-2021

The **Executive Engineer, Kallashahar Division, PWD(R&B), Kallashahar, Unakoti Dist.,Tripura,** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09-09-2021 for the following works:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Mtc of road from Laxmi cherra Permanent Bridge to laxmicherra bailly Bridge during the year 2019-2020/SH- Grouting,patch Carpeting ,soling , matelling grouting ,Seal coating etc).length(0.280km) DNIT No. 34/EE/KLSD/ 2021-22	Rs.5,60,794.00	Rs. 5,608.00	60 (Sixty) days	Up to15.00 Hrs on 09-09-2021	At16.00Hrs on 09-09-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Mtc of road from Kafranga bari road to VidyanagarEmbank approch road via Hemandra deb house during the year2021-2022/ SH-: Protection wall, Patch soling ,matelling,grouting Carpeting , seal coating etc.0.65 KM). DNIT No. 35/EE/KLSD/ 2021-22	Rs. 22,28,965.00	Rs.22,290.00	60 (Sixty) days				
3	Mtc of various road under Kailashahar Municipal Council Area during the year 2021-2022/SH- Grouting,patch Carpeting ,soling , matelling grouting ,Seal coating etc)Gr No-I DNIT No. 36/EE/KLSD/ 2021-22	Rs.21,72,464.00	Rs.21,725.00	60 (Sixty) days				
4	Mtc of various road from College road to Bhagat Singh Hall (RKSP) PWD Qtr complex, College qtr road, PWD road to embankment via Kagirgaon school during the year 2021 - 2022 / SH. Side dressing, patch soling, metalling, grouting, re-carpetting, seal coating etc. DNIT No. 37/EE/KLSD/ 2021-22	Rs. 2416894.00	Rs.24,169.00	60 (Sixty) days				

For details visit website **https://tripuratenders.gov.in** and for any enquiry, plele contact by e-mail to **eeklspwd@yahoo.in**

Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti Dist.,Tripura

ICA-C-1840/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 51/EE/DWS/DMN/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites the single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ P&T /Other State PWD/ Central & State Sector undertaking experienced as prime contractor in drilling & development of deep tube well (water well) with drilling rig & allied accessories and also from the registered firm/company experienced as prime contractor in drilling & development of deep tube well (water well) with drilling rig & allied accessories up to 3.00 P.M. on 01/ 09/2021 for the following work.-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 94/SE/DWS/C/KGT/2021-22	Rs. 68,15,696.00	Rs. 68,157.00	60 days	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 01-09-2021 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID : 01-09-2021 at 16.00 Hrs
- Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
- Bid Fee Rs.2,500.00 each (non refundable).
- All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in**

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engitieer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA-C-1849/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শনিবার সারাভারত আইনজীবী ইউনিয়নের উদ্যোগে আগরতলায় গণঅবস্থান কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

করোনায় কাজ হারানো কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দবে সরকার

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.): করোনা পরিস্থিতিতেকর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়াল কেন্দ্র। অতিমারীতে কর্মহীনদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দেবে কেন্দ্র। শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেন, ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডে (পিএফ) কর্মী এবং সংস্থার অংশের টাকা দবে সরকার।

শনিবার অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা অতিমারীতে যারা কাজ হারিয়েছেন, ২০২২ সাল পর্যন্ত তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের গোটা টাকাটাই দেওয়া হবে কেন্দ্রের তরফে। অর্থাৎ, কোম্পানি এবং কর্মী দু'জনের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাই চলতি বছরের শেষ পর্যন্ত মেটাবে কেন্দ্র সরকার। তবে, নির্মলা এদিন আরও একবার চাকরিজীবী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলিকে কাজে ফিরতে অনুরোধ করেছেন।

এদিন নির্মলা সীতারমণ আরও জানিয়েছেন, ভিনরাজ্যে কর্মহীন পরিযায়ী শ্রমিকরা বাড়ি ফিরলে তাঁদের যাতে আর্থিক অনটনে না পড়তে হয়, সেটাও নিশ্চিত করছে কেন্দ্র। সেজন্য বেশ কিছু প্রকল্পও নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর দাবি, কোনও একটি জেলায় যদি একসঙ্গে ২৫ হাজারের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক কর্মহীন হয়ে ঘরে ফেরেন, তাহলে তাঁদের জন্য ১৬টি প্রকল্প রয়েছে কেন্দ্রের।

পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী আরও জানান, অতিমারির কারণে যে কর্মসঙ্কট দেখা দিয়েছে সেই কথা বিবেচনা করে এ বছরে মনরেগা-র বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। আগে যেটা ৬০ হাজার কোটি টাকা ছিল, এ বছর তা বাড়িয়ে এক লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ এবং লকডাউনের জেরে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ঠেকেছে তলানিতে। ফলস্বরূপ বড় আর্থিক ক্ষতির মুখে ক্ষুদ্র, ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের বড় অংশ। এই ব্যবসাগুলির সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িতদের অনেকেরই রোজগার বন্ধ। বন্ধ হয়েছে হাজারো ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা। যার জেরে দেশজুড়ে কর্মহীন লক্ষ লক্ষ মানুষ। সেইসব কর্মহীনদের শেষ সম্বল এই প্রভিডেন্ট ফান্ড। সেটা যাতে বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করতে এবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের খরচ বহন করার সিদ্ধান্ত নিল সরকার।

বিয়ের ১৭ দিনের মাথায় শাঁখা সিঁদুর পরানো হল নাবালিকা বউকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ আগস্ট।। বিয়ের ১৭ দিনের মাথায় শাঁখা সিঁদুর পরানো হয় নাবালিকা বউকে। উদ্ধার করল সিপাহীজলা চাইল্ড লাইনের কর্মীরা। আগরতলা রাম ঠাকুর সংঘস্থিত গাড়িচালক বিল্টু সাহার বাড়ি থেকে নাবালিকা শুভশ্রী সাহাকে(কাল্পনিক নাম) আগরতলার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা উদ্ধার করে তুলে দেয় আগরতলা মহিলা থানার হাতে। পরে খবর পেয়ে সিপাহীজলা চাইল্ড লাইনের এর কর্মীরা নাবালিকা শুভশ্রীকে বিশালগড় এনে তুলে দেয় তার পিতা মাতার হাথে। জানা গেছে বিল্টু সাহা ৪৩ বছরের যুবক। পেশায় গাড়িচালক। উপরদিকে শুভশ্রীর বয়স মাত্র ১৬ বছর। বিশালগড় লক্ষীবিল স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শুভশ্রী। অভিযোগ মোবাইলের মাধ্যমে ফুসলিয়ে বিল্টু শুভশ্রীকে ভুলভাল বুঝিয়ে ফাঁদে ফেলে। এবং একটা সময় বিল্টু নাবালিকা শুভশ্রী কে তুলে নিয়ে যায়।বিষয়টি জানানো হয় বিশালগড় মহিলা থানা এবং চাইল্ড লাইন কর্মীদের। তাদের তৎপরতায় নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় আগরতলার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা। বাড়ি পৌঁছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার বছরে একশো দিনের কাজে ৯৩৫ কোটি টাকা অপব্যবহার

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : গত চার বছরে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা যোজনা বা মনরেগার বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ৯৩৫ কোটি টাকার আর্থিক অপব্যবহার হয়েছে। এমনটাই জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রকের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের (এমআইএস) পক্ষ থেকে।

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ থেকে ২০২০-২১ অর্থবর্ষ পর্যন্ত চার বছরে দেশের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২.৬৫ লক্ষ গ্রামপঞ্চায়েতে এই সমীক্ষা চলেছে। মনরেগার ওয়েবসাইট থেকে সব তথ্য পাওয়া যায়নি। ঘন ঘন সেখানে "নেটওয়ার্ক সমস্যা" থাকায় তা অ্যাক্সেস করা যায়নি বলে খবর। রাজ্যের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যাচ্ছে সেখানে সবচেয়ে বেশি এই অর্থের অপব্যবহার হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ। গত চার বছরে সারা দেশে দায়ের করা ৩৮টির মধ্যে ১৪টি ঝাড়খণ্ড থেকে করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন সচিব নগেন্দ্র নাথ সিনহা সম্প্রতি সমস্ত রাজ্যের মুখ্য সচিবদের কাছে একটি চিঠিতে এই বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন রাজ্যের আরডিডিরা কেবল 'সামান্য অর্থ' ব্যয় করেছে। কে বা কারা জড়িত এই ঘটনা, তা দেখতে তদন্ত করা হবে বলে খবর।

সমীক্ষা থেকেই এই "আর্থিক অপব্যয়ের" দিকটি প্রকাশ্যে এসেছে। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের বরাদ্দ করা হয়েছিল কোটি কোটি টাকা। ২০১৭-১৮-তে ৫৫ হাজার ৬৫৯.৯৩ কোটি টাকা ছেড়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতি বছর বিপুল টাকা বরাদ্দ করা হয় এই খাতে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১০ হাজার ৩৫৫৫.২৭ কোটি টাকা।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি, জল যন্ত্রণায় রাজধানীর নানা প্রান্ত

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট (হি.স.): ভারী ও মুষলধারে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজধানী দিল্লি। শনিবার সকালে দিল্লির নানা প্রান্তে শুধু জল আর জল! রীতিমতো জল-যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছেন দিল্লিবাসী। প্রবল বৃষ্টির জেরে দিল্লির নীচু এলাকায় জল জমে গিয়েছে। ফলে বেশ কিছু রাস্তায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। অন্য রাস্তাগুলিতে তৈরি হয়েছে প্রবল যানজট। জলমগ্ন হয়ে পড়ায় আজাদপুর আন্ডারপাস, কনৌট প্লেস, মিন্টো ব্রিজ, মুলচাঁদ আন্ডারপাস, প্রগতি ময়দান এলাকায় যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে, বন্ধ করে দেওয়া হয় মিন্টো ব্রিজ। মেহরৌলি-বদরপুর রোডেও যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে। দিল্লিতে জারি করা হয়েছে বৃষ্টির কমলা সতর্কতা।

সফদরজং অবজারভেটরির রিপোর্ট বলছে, শনিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট থেকে সকাল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত দিল্লিতে ৭৩.২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল, সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত (বিগত ২৪ ঘন্টা) বর্ষণ হয়েছে ১৩৮.৮ মিলিমিটার। আইএমডি জানিয়েছে, এই মরশুমে একদিনের সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে দিল্লিতে। আজাদ মার্কেট আন্ডারপাসে ১.৫ ফুট পর্যন্ত জল জমে যায়, তাই আন্ডারপাস বন্ধ করে দেওয়া হয়। দিল্লির আইটিও এলাকাতেও রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাত থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় রাজধানী দিল্লিতে, রাতভর বৃষ্টিতে রাজধানীর সর্বত্র জল।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কল্যাণ সিং এর মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং এর প্রয়াণে শোক ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর শোক বার্তায় বলেছেন:'কল্যাণ সিং এর মৃত্যুতে আজ আমরা এমন একজন মহান ব্যক্তিত্ব কে হারালাম যিনি রাজনৈতিক কৌশল, প্রশাসনিক অনুভব এবং বিকাশমুখী দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে জাতীয় স্তরে এক সদা প্রসংশনীয় পরিচয় স্থাপন করেছেন। তিনি বঞ্চিতদের উত্থানের জন্য এবং সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন।

রাম মন্দির আন্দোলনে উত্তর ভারতের জনগণকে উদ্ভূত করতে গিয়ে তিনি তাঁর সরলতার জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি সেখানে গুন্ডারাজ শেষ করেন এবং বিকাশকে নতুন দিশা প্রদান করেন। রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল থাকাকালীন সময়ে তাঁর সুদীর্ঘ অনুভবের সুফল উভয় রাজ্য পেয়েছে। তাঁর মৃত্যু, ভারতবর্ষের রাজনীতির এক যুগের সমাপ্তি।ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি প্রদান করুক এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের দুঃখ সহ্য করার শক্তি প্রদান করুক।

নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর থানা এলাকা থেকে পুলিশ নেশা সামগ্রীসহ এক যুবককে আটক করেছে। আটক যুবকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ। শনিবার দুপুর নাগাদ মাছমারা ও মনু থেকে কাঞ্চনপুর যাওয়ার রাস্তায় সংহতি পার্কের পাশে কাঞ্চনপুর থানার ওসি সমীর রায় এবং এস আই অমর কিশোর দেববর্মা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মোবাইল ডিউটিতে বের হন। ওই এলাকায় এক যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ আটক করে। তার নাম রতি কিশোর রিয়াং। বাড়ি মনু বাগান বাড়ি এলাকায়।তার কাছ থেকে ইউবা ট্যাবলেট, ২০০ ব্রাউন সুগার, ২১ টা কোটা, সিরিজ তিনটি ও মোবাইল একটি করা হয়েছে।

তালিবানিদের সমর্থনে সোশাল মিডিয়ায় আপত্তিকর মন্তব্য পুলিশকর্মী সহ অসমে গ্রেফতার ১৪

গুয়াহাটি, ২১ আগস্ট (হি.স.) : বিশ্ব সন্ত্রাসবাদী তালিবানিদের সমর্থন করে ফেসবুক ও বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় আপত্তিকর মন্তব্য পোস্ট করার অভিযোগে অসম পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন বদরউদ্দিন আজমলের দল এআইইউডিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক মৌলানা ফজুল করিম, মৌলানা, পুলিশকর্মী, মেডিক্যালের ছাত্র সহ ১৪ জন। একই ধরনের কার্যে বিদেশে অবস্থানকারী আরও তিনজনেরও তথ্য লাভ করেছে অসম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এদিকে আইনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সোশাল মিডিয়ায় আপত্তিকর পোস্ট, লাইক ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছে অসম পুলিশ।

জানা গেছে, ধৃতরা রাজ্যের দশটি জেলার বাসিন্দা। তালিবানদের সমর্থন করে ফেসবুকে আপত্তিকর শব্দগুচ্ছ পোস্ট করার দায়ে ১৪ জনের মধ্যে অন্যতম এআইইউডিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক মৌলানা ফজুল করিম (৪৯)। তাঁকে দরং পুলিশ গ্রেফতার করেছে। দরঙের পুলিশ সুপার সুশান্তবিশ্ব শর্মা ফজুলের গ্রেফতার সংক্রান্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। পুলিশ সুপার জানান, মৌলানা ফজুল করিম এআইইউডিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক। এই দলের সভাপতি বদরউদ্দিন আজমল। তাছাড়া তিনি জামাতে উলেমা-ই-হিন্দের সম্পাদকও। তিনি তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে আফগানিস্তানে তালিবানিদের ক্ষমতা দখলকে স্বাগত জানিয়ে ভারত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। এজন্য তাঁকে আজ আইটির নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস পড়ুয়াও একজন রয়েছেন গ্রেফতারের তালিয়ার। তিনি দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার বাসিন্দা। তাকে আজ হাইলাকান্দি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায়। তিনি জানান, শোণিতপুরের পুলিশ সুপার ধনঞ্জয় ঘনাবতের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে আজ নাদিম আখতার (২৩)-কে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নাদিম তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এমবিবিএস-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

এছাড়া, হোজাইয়ের মৌলানা বসিরউদ্দিন লস্কর (৬৫), এবং গোয়ালপাড়ার মৌলানা ইয়াসিন খান (২৬)-কেও একই অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আরও যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা যথাক্রমে কামরূপ গ্রামীণ জেলার আবু বক্কর সিদ্দিক (৫৫) ও সাইদুল হক (২৯), কাছাড় জেলার জাবেদ মজুমদার (বয়স অজ্ঞাত), বরপেটার মজিদুল ইসলাম (২৫) ও ফারুক হুসেন খান (৩২), ধুবড়ির সৈয়দ আহমেদ (২৭) ও আরমান হুসেন (২৫), দক্ষিণ শালমারার খন্দকার নুর আলম (৫১), করিমগঞ্জের মুজিবউদ্দিন ও মোর্তাজা হুসেন খান (বয়স অজ্ঞাত)।

এদের আজ ভোরের দিকে বিভিন্ন সময় গ্রেফতার করা হয়েছে। আজই তাদের সংশ্লিষ্ট জেলার বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে রাজ্যের পুলিশ সদর দফতর সূত্রের খবর। ধৃত সকলের বিরুদ্ধে তথ্য প্রযুক্তি আইনের নির্দিষ্ট ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

রেশন কার্ডে নাম অন্তর্ভূক্তি নিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। পারিবারিক রেশন কার্ডে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে এসে ফুড কর্মচারী দ্বারা চরম হয়রানির শিকার সাধারণ জনগণ। ঘটনা ধর্মনগর মহকুমাধীন ধর্মনগর ফুড অফিসে। আবেদনকারীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন ও মহকুমা শাসক কমলেশ ধরের সরজমিন হস্তক্ষেপে জনগনের সমস্যা নিরসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

মূলত সরকারি মূল্য খাদ্য সামগ্রীর পরিষেবা পাওয়ার জন্য সরকারি ন্যায্যমূল্যের দোকানের পারিবারিক রেশন কার্ডে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।আর রেশন কার্ডে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হলে সদর মহকুমার ফুড অফিসে অনলাইন মারফত নাম নথিভূক্ত করতে হয়, যা চলে সারা বছর। কিন্তু সম্প্রতি ধর্মনগর মহাকুমার ফুড অফিসে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে এসে সাধারণ মানুষ চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। ধর্মনগর ফুড দপ্তরের কতিপয় কিছু কর্মচারী কর্তৃক চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন পারিবারিক রেশন কার্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে যাওয়া জনগণ। অভিযোগ,ধর্মনগর ফুড অফিসে নতুন রেশন কার্ডে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে কতিপয় ফুড অফিসের কর্মচারী দ্বারা এক মাস, দু মাস,তিন মাস তো কেউ আবার লাগামহীন তারিখের বেড়াজালে পড়ছেন। পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আজ ধর্মনগর ফুড অফিসে ১০/১২ জন বিভিন্ন এলাকার জনগন রেশন কার্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে যান। কিন্তু নাম অন্তর্ভুক্তের সমস্যা সেই তিমিরেই। দপ্তরের লাগামহীন তারিখের ধৈর্য হারিয়ে উপস্থিত জনগণ ক্ষোভে ফেটে পড়েন।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা ধর্মনগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। তিনি এসে সরজমিন ভুক্তভোগী জনগণের সাথে কথা বলেন। আর তাতে যে ফুড দপ্তরের কর্মচারীদের দ্বিচারিতা ও চরম খামখেয়ালীপনা তা প্রকাশ্যে আসে। বিধায়ক শ্রী সেন মহকুমা শাসক কমলেশ ধরের সাথে কথা বলে রেশন কার্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে আসা সকল জনগনকে আশ্বস্ত করেন খুব শীঘ্রই তাদের নাম পারিবারিক রেশন কার্ড অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মহকুমা শাসক ও বিধায়কের হস্তক্ষেপে সাধারন জনগন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তালিকা থেকে ন্যায্য ঘর প্রাপকের নাম বাদ দেওয়ায় সোচ্চার কদমতলা ব্লক কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ আগস্ট।। পিএমএওয়াই প্রকল্পের তালিকা থেকে নায্য ঘর প্রাপকের নাম বাদ যাওয়াতে সোচ্চার কদমতলা ব্লক কংগ্রেস। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সতেরো জন পিএমএওয়াই প্রকল্পের ঘর প্রাপকদের নাম বাদ যাওয়াতে সোচ্চার কদমতলা কুর্তি ব্লক কংগ্রেস।মূলত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সোচ্চার হলো ব্লক কংগ্রেস। শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সচিব রমেন্দ্র রিয়াং এর নিকট এক প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন প্রদান করে কদমতলা কুর্তি ব্লক কংগ্রেস।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস দলের ত্রিপুরা প্রদেশ সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী সহ ব্লক কংগ্রেসের কার্যকর্তাগন। ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে পঞ্চায়েত সচিবের নিকট একটি প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয় ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। ডেপুটেশনে উল্লেখ থাকে যে,২০১১ সালের এসিসি সার্ভের তালিকা পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে পিএমএওয়াই প্রকল্পের আওতাধীন ২০৩ জন বেনিফিশিয়ারির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়।সার্ভে অনুসারে ২০৩ জন বেনিফিশিয়ারির মধ্যে ১৪৯ জনের বাড়িতে কাঁচা ঘর এবং ৫৪ জনের বাড়িতে আংশিক পাকা ঘর রয়েছে বলে সার্ভেতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু উক্ত এলাকার একটি দুষ্টচক্র সাধারণ জনগণ ও সানীয় পঞ্চায়েতকে অপদস্ত করার জন্য চলতি মাসের ১০ আগষ্ট কদমতলা ব্লকের ভিডিও র নিকট লিখিত আকারে অভিযোগ করে। অভিযোগে ১৪৯ জন ঘর প্রাপকের নামের মধ্যে ১৭ জনের নামে অভিযোগ আনা হয়।ঐ ১৭ জন নাকি সরকারি ঘর পাওয়ার ক্যাটাগরিতে পরেনা বলে চক্রটি দাবি করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, অভিযোগ করার চার দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৪ আগষ্ট পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম সংসদ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রাম সংসদে এসিসি সার্ভে উল্লেখিত ১৪৯ জন পিএমএওয়াই প্রকল্পের বেনিফিশিয়ারিদের নাম প্রস্তাব আকারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাবুলে সরকার গঠন নিয়ে নাক গলাচ্ছে পাকিস্তান, মদত দিচ্ছে তালিবানকে

কাবুল, ২১ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানের নতুন সরকারে ক্ষমতা কীভাবে ভাগাভাগি হবে, তার হিসাব-নিকাশ চলছে ইসলামাবাদে। একসময় তালিবানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আফগানিস্তানে নর্দার্ন অ্যালায়েন্স নামে একটি জোট গঠিত হয়েছিল। সেই জোটের সাতজন শীর্ষ নেতা এখন রয়েছেন ইসলামাবাদে। তাঁরা জানিয়েছেন, পাকিস্তান সরকার তাঁদের আমন্ত্রণ করেছিল। তাঁদের সঙ্গে এখন পাকিস্তান সরকার আগামী দিনে আফগানিস্তানে সরকার গঠন নিয়ে কথাবার্তা বলছে। একইসঙ্গে দোহায় আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই ও তালিবানের প্রতিনিধি আবদুল্লা আবদুল্লার মধ্যে সরকার গঠন নিয়ে আলোচনা চলছে। সেই আলোচনায় পাকিস্তানের দূত মনসুর আহমেদ খানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন।

লন্ডনে দক্ষিণ এশীয় রাজনীতির বিশেষজ্ঞ আয়েশা সিদ্দিকি বলেন, "পাকিস্তান চায়, আফগানিস্তানে তাদের পছন্দমতো একটি সরকার গঠিত হোক। সেই সরকারে তালিবানের প্রাধান্য থাকুক।" আয়েশা সিদ্দিকির মতে, পাকিস্তানের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তারা মনে করে, নতুন সরকারে যদি তালিবানের প্রাধান্য থাকে, তাহলে আফগানিস্তানে ভারতের প্রভাব হ্রাস পাবে। সেই সঙ্গে বাড়বে পাকিস্তানের প্রভাব। ২০০১ সালে তালিবানের পতনের পরে আফগানিস্তানে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। নতুন সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ভাল ছিল না। বিশেষত আশরফ গনি সরকারের আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্ক খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ইসলামাবাদের কর্তারা ভাবছেন, নতুন সরকারে তালিবানের প্রাধান্য থাকলে সেই পরিস্থিতি বদলাবে। কারণ তালিবান তাঁদের কথা শুনে চলবে। আয়েশা সিদ্দিকির মতে, পাকিস্তান চায়, আফগানিস্তানে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু হোক। তাহলে বিশ্বের কাছে সেদেশের একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হবে। সেজন্যই নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের নেতাদের ইসলামাবাদে ডেকে আনা হয়েছে। শনিবার সকালে কাবুলে গিয়েছেন মোল্লা আবদুল গনি বরাদর। তালিবানের এক উচ্চপদস্থ অফিসার জানিয়েছেন, মোল্লা বরাদর আপাতত কাবুলে জেহাদি ও রাজনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সবাইকে নিয়ে যাতে সরকার গঠন করা যায়, সেই চেষ্টা করবেন তিনি। পাকিস্তানের নেতারা তালিবানকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তারা যদি বিরোধীদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে রাজি হয়, তবেই নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তালিবান কাবুল দখলের পরে তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। জঙ্গিদের কাবুল দখলের পরে সারা বিশ্বে যখন আশংকার মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে, তখন ইমরান বললেন, "তালিবান দীর্ঘদিনের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করল।"

শনিবার আখাউড়া সীমান্তে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানদের রাখী পরিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- প্রবীর দাস

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।